খ্রিস্টের পুনরুত্থান: নব জীবনের আহ্বান

মূল্যবোধ-শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম

"লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম" আগামী সাত বছরের লক্ষ্য ও কর্মক্ষেত্র

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৮ ❖ ২২ - ২৮ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

চার্লস দ্য ফুকো

লাজারুস দেবাসাহায়াম

জুষ্টিনো মারীয়া রোসোল্লিলো

মারীয়া ডমিনিকা মান্তোভানী

লুইজি মারীয়া পালাসছলো

মারীয়া রিভিয়ের

টিটুস ব্রান্ডস্মা

চেজার দি বোস

মারীয়া ফ্রান্সেসকা
অব যিজাস রোবার্টো

মারীয়া অব যিজাস
সান্টোকানালে

"রত্না গর্ভা মা সেলিন ডি'কস্তার চির বিদায়"

সেলিন ডি'কস্তা (ডাঙ্গী)
জন্ম: ২৯ নভেম্বর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
পিতা-মাতা: প্রয়াত যোসেফ ও আন্না রোজারিও

**"২৯ নভেম্বর পৃথিবীতে তোমার আগমন,
২১ নভেম্বর পৃথিবী ছেড়ে প্রস্থান"**

আমাদের মা সেলিন ডি' কস্তা তার সাজানো সংসার, আদরের সন্তান, প্রিয় বাড়ি ও ফুলের বাগান, অসংখ্য আত্মীয় স্বজনদের শোক সাগরে ভসিয়ে পরম করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় গত ২১ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার চলে গেছে পিতার রাজ্যে। মৃত্যুর আগে আমাদের মা ৪ নভেম্বর সকাল ৯ টায় গির্জায় যাবার সময় নিজ বাড়ির (ভেটুর) সামনে রাস্তা পাড়ের সময় লরীর ধাক্কায় এক্সিডেন্ট করে এবং ডান পা প্রচণ্ডভাবে ক্ষত বিক্ষত হয়। হাসপাতালে ১৭ দিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। অসহ্য ব্যাথা সইতে না পেরে শুধু বলতো, "হে ঈশ্বর আমায় কেন পরিত্যাগ করেছ?"

বীর মুক্তিযোদ্ধা সমর লুইস ডি'কস্তা
জন্ম: ১২ জুন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
ভেটুর, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

আমাদের মায়ের গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ ছিল মা। তার জীবন ছিল খুবই প্রার্থনাশীল, সংগ্রামী, আত্মত্যাগে ভরা। মা ছিলো সদা হাস্যোজ্জ্বল, অত্যন্ত সদালাপী, ধৈর্য্যশীলা, দানশীল, অতিথিপরায়ণ ও আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ একজন মানুষ। যে কোন মিশনের উন্নয়নে গোপনে দান ও মিশা উৎসর্গ করতো। মা ছিল মারীয়া সেনা সংঘের একজন সদস্য। মা-মারীয়া ও সাধু আন্তনীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল তার। বড়দিন আর ঈদে গিফট দেওয়া ছিল মায়ের ভালো অভ্যাস। ব্যক্তিজীবনে পরিবারে, সমাজে ও কর্মস্থলে মা ছিলো সকলের মনিকোঠায়। মায়ের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে নিজে হাতে রান্না করে খাবার নিয়ে দেখতে যাওয়া আর কেউ আঘাত দিলেও হাসিমুখে তার সাথে কথা বলা। অসুস্থাবস্থায় হাসপাতালে ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গির্জায় অগণিত মানুষের উপস্থিতি বলে দেয় মায়ের প্রতি সবার ভালোবাসা। মা ছিলো আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ একজন মানুষ।

মায়ের অসুস্থাবস্থায় হাসপাতালে এসে দেখা, খোঁজ নেয়া, প্রার্থনা করা, শেষ বিদায় ও সমাধিতে এবং পরবর্তী স্মরণসভায় উপস্থিত থেকে যারা সর্বদা আমাদের পাশে থেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন সমস্ত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধব সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

বাবার মহাপ্রয়াণের ৫ বছর

দিন যায়, মাস যায়, বছরও চলে যায়, কিছুতেই ভুলতে পারিনা বাবা তোমার আদরমাখা শাসন, স্নেহভরা চোখ রাঙানো মুখখানি। বাবা তোমার চলে যাওয়ার ঠিক ৪ বছর ৬ মাস পর একই বারে একই তারিখে মাও চলে গেল আমাদের অসহায় করে দিয়ে। মাকে আমরা পারিনি তোমার মত যত্ন করে রাখতে, বাবা ক্ষমা করে দিও আমাদের।

বাবা ও মা আমাদের আশীর্বাদ করো যেন যেকোন পরিস্থিতিতে তোমাদের শিক্ষা, আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে চলতে পারি আমরা। হে পিতা আমাদের বাবা-মায়ের আত্মাকে তোমার শাশ্বত রাজ্যে অনন্ত বিশ্রাম দান করো।

তোমাদের স্নেহধন্য সন্তানেরা

পপি-স্টিফেন, জুঁই-মিল্টন, প্রিন্স-সেতু
নাতী-নাতনী: উইলিয়াম, হ্যারী, জুমিক
জয়ত্রী, আদৃত, এড্রিলা।

বিজ্ঞ/১৪৮/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১৮
২২ - ২৮ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৮ - ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

সত্য ও আলোর পথে চলা

মাণ্ডলিক উপাসনা বর্ষে এখনো পুনরুত্থান কাল উদ্‌যাপিত হচ্ছে। যিশুর পুনরুত্থান মিথ্যার উপর সত্যের বিজয় এবং মৃত্যুর অন্ধকার থেকে জীবনের আলো এনেছে। পুনরুত্থানের মূল্যবোধ সত্য ও আলোর জয় সুনিশ্চিত'; তাতে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে জীবনযাপন করলে জগতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভালোর আলোগুলো বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে সকলকে আলোকিত হবার সুযোগ সৃষ্টি করবে। যিশু তাঁর বাণী প্রচারকালে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, আমি পথ, সত্য ও জীবন এবং আমিই জীবন জ্যোতি। তাঁকে অনুসরণ ও বিশ্বাস করা মানেই হলো যিশুকে জীবন জ্যোতি ও জীবন পথ এবং পরম সত্য বলে গ্রহণ করা। বাণী ঘোষণার সাথে সাথে যিশু তাঁর অনুসারীদের উদাত্ত আহ্বান করেছেন জগতের আলো হয়ে উঠতে।

যিশুর আলোতে আলোকিত হবার লক্ষ্যে অনেক ভক্তবিশ্বাসী জীবনের বিভিন্ন বাস্তবতায় সাধনা অব্যাহত রাখেন। যারা আলোর যাত্রী হবার সাধনায় বিশ্বস্ত থেকে জগতের দৈনন্দিন কাজগুলোকে পরমঙ্গলে পরম ভালোবাসায় সম্পন্ন করেন তারাই মহৎ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন; হয়ে ওঠেন আলোর মানুষ। খ্রিস্টের আলো ও সত্য বিতরণকারী সেরূপ ১০জন মহৎ ব্যক্তিকে কাথলিক মণ্ডলী সাধু ঘোষণা করে জগতের আলোকবর্তিকা হয়ে ওঠার জন্য অনুপ্রাণিত করছে। নতুন এই সাধুসাধ্বীরা হলেন: টিটাস ব্রাণ্ডস্মা, লাজারুস দেবাসাহায়াম, চেজার দি বোস, লুইজি মারীয়া পলাসছো, জুস্টিনো মারীয়া রোসেল্লিলো, চার্লস দ্য ফুকো, মারীয়া রিভেয়ের, মারীয়া ফ্রান্সেস্কা অব যিজাস রোবার্তো, মারীয়া অব যিজাস সান্টোকানালে ও মারীয়া ডমিনিকা মান্তোভানী। এদের মধ্যে কেউ ছিলেন ধর্মযাজক, কেউ সন্ন্যাসব্রতী সিস্টার আবার কেউ সাধারণ খ্রিস্টবিশ্বাসী। যিশুকে অনুসরণ ও তাঁর ভালোবাসার আদর্শ অনুশীলন করেই তারা সাধুসাধ্বী হয়েছেন। যিশুর শিষ্য বা সাধুসাধ্বী হওয়া এবং পবিত্রতার পথে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হলো সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে ঈশ্বরের প্রেমের শক্তি দ্বারা নিজেদেরকে রূপান্তরিত করা। প্রভুর কাছ থেকে যে ভালোবাসা আমরা পেয়েছি তা হলো এমন শক্তি যা আমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করে এবং আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে এবং আমাদেরকে ভালোবাসতে সক্ষম করে তুলে। আসলে ভালোবাসার অর্থ হলো সেবা করা এবং নিজের জীবনকে দান করা।

যিশুর শিক্ষা ও সাধুসাধ্বীদের জীবনাদর্শ দেখে আমরাও যেন সত্য, ন্যায় ও প্রেমের পথে চলতে উৎসাহিত হই এবং অপরের মঙ্গল কাজে আরো বেশি আত্মনিয়োগ করি তা প্রত্যাশা করা হয়। তাইতো শিশুকাল থেকেই মণ্ডলীতে বহুমুখী জীবনদায়ী শিক্ষা দান করা হয়। বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হয় যাতে করে আমাদের মধ্যকার বিভিন্ন অন্ধকার দূরীভূত হয়। অনেক সভা-সেমিনার, গঠন-প্রশিক্ষণ, আলোচনা-পর্যালোচনার পরেও কেন আমাদের মধ্য থেকে অসত্য ও অন্ধকার দূর হয় না। তাহলে কি গঠন-প্রশিক্ষণ বৃথা হচ্ছে! আসলে বর্তমানের কতিপয় অসৎ মানুষের অসত্যের দাপটে বেশিরভাগ ভালো মানুষ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না বা চাচ্ছে না। তবে আশার দিক জাগে যে, এখনো বেশিরভাগ মানুষ অসত্য ও অন্ধকারকে অপছন্দ করে; তবে সাহসের অভাবে তা বলতে ভয় করে। এ ধরণের মানসিকতা যাতে গড়ে না ওঠে তারজন্য শিশুকাল থেকেই পদ্ধতিগতভাবে মূল্যবোধ শিক্ষা দান করা দরকার। পরিবার থেকে স্কুল, ধর্মপল্লীসহ সকল সামাজিক সংগঠনসমূহে এই মূল্যবোধ শিক্ষার রেওয়াজ প্রচলন করা দরকার।

অন্ধকারের মানুষেরা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতা, অহংকার, ক্ষমতালিপ্সা, দমিয়ে রাখা, পরচর্চা-পরনিন্দায় নিমজ্জিত। এ ধরণের মানুষের পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতে হবে ঠিকই কিন্তু তাদের নিয়ে অতিরিক্ত আলোচনা না করাই ভালো। আমাদের সামনে অনেক আদর্শ উপস্থিত হন যারা আলোকিত কিন্তু আলোড়ন তুলে অন্ধকারের মানুষেরা। তাই অন্ধকারের বিষয়গুলো অতিরিক্ত আলোচনা না করে যা ভালো ও সত্য তা প্রকাশে ও প্রচারে বিরামহীন হই। যাতে করে আলো ও ভালোর একসাথে চলা সহজ ও চিরস্থায়ী হয়।

আমাদের খ্রিস্টান সমাজে অন্ধকার ও অসত্যের আসল রূপটি প্রায়শই প্রকাশ পায় আর্থিক ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনসমূহের নির্বাচনের সময়। সাধারণ মানুষ সত্য-অসত্য নির্ধারণ না করেই শুধু আবেগ বা আত্মীয়তার কারণে ভুল করে বসেন এবং আলোর পথে ভালোর পথচলা কঠিন করে তোলেন। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বর্হিবিশ্বের কোন কোন দেশের বাংলাদেশীদের মধ্যেও এ সংস্কৃতি শুরু হবার উপক্রম। কিন্তু খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মনে রাখতে হবে - আমরা আলোর সন্তান অন্ধকারের নই। †

আমাকে যে ঘৃণা করে, সে পিতাকেও ঘৃণা করে। - *যোহন ১৫:২৩*

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

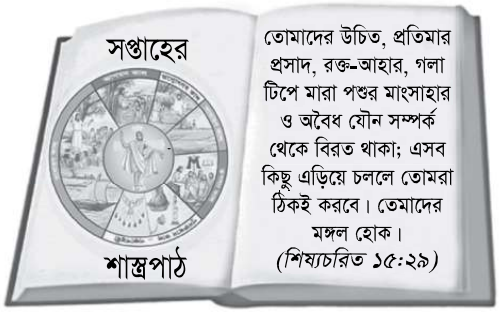

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২২ - ২৮ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২২ মে, রবিবার
শিষ্য ১৫: ১-২, ৬, ২২-২৯, সাম ৬৭: ১-২, ৪-৫, ৭, প্রত্যাদেশ ২১: ১০-১৪, ২২-২৩, (বিকল্প: ২২: ১২-১৪, ১৬-২০), যোহন ১৫: ১৪: ২৩-২৯, (বিকল্প: ১৭: ২০-২৬)

২৩ মে, সোমবার
শিষ্য ১৬: ১১-১৫, সাম ১৪৯: ১-৬, ৯, যোহন ১৫: ২৬--১৬: ৪

২৪ মে, মঙ্গলবার
শিষ্য ১৬: ২২-৩৪, সাম ১৩৮: ১-৩, ৮, যোহন ১৬: ৫-১১

২৫ মে, বুধবার
মহান সাধু বিড, যাজক ও আচার্য / সাধু সপ্তম গ্রেগরী, পোপ / সাধু মেরী ম্যাগ্‌ডালীন দ্য' পাৎসী, কুমারী
শিষ্য ১৭: ১৫, ২২--১৮: ১, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, যোহন ১৬: ১২-১৫

২৬ মে, বৃহস্পতিবার
সাধু ফিলিপ নেরী, যাজক, স্মরণদিবস
শিষ্য ১৮: ১-৮, সাম ৯৮: ১-৪, যোহন ১৬: ১৬-২০
অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
ফিলিপ্পীয় ৪: ৪-৯, সাম ৩৩: ১, ৩-৫, ১৮, ২০-২২, লুক ৬: ৪৩-৪৫

২৭ মে, শুক্রবার
ক্যান্টারবারীর সাধু আগস্টিন, বিশপ
শিষ্য ১৮: ৯-১৮, সাম ৪৭: ২-৩, ৮-১০, যোহন ১৬: ২০-২৩

২৮ মে, শনিবার
শিষ্য ১৮: ২৩-২৮, সাম ৪৭: ১-২, ৭-৯, যোহন ১৬: ২৩-২৮

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২২ মে, রবিবার
+ ১৯৯৪ সিস্টার ইম্মাকুলেটা এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ মে, সোমবার
+ ১৯৭৯ সিস্টার এম কলম্বা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০২০ ব্রাদার বিজয় হেরাল্ড রড্রিক্স সিএসসি (ঢাকা)

২৫ মে, বুধবার
+ ১৯৯১ ব্রাদার মেরভিন বাপ্টিষ্ট সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সিস্টার রাফায়েল্লা মন্ডল লুইজিনে (খুলনা)
+ ২০১৭ ফাদার জেমস টি. বেনাস সিএসসি (ঢাকা)

২৬ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৮ ফাদার রর্বাট ওয়েচুলিস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার উইলিয়াম মনাহান সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৩ ফাদার জুসেপ্পে মিলোজ্জী (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৩ সিস্টার জুভান্না তুর্কোনি এসসি (খুলনা)
+ ২০০১ সিস্টার নভিস রেখা রুথ মিনজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ মে, শুক্রবার
+ ১৯৮২ সিস্টার ব্লানকি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

২৮ মে, শনিবার
+ ১৯৫৭ সিস্টার মাওরিনা রস্‌সিনি এসসি
+ ১৯৭৯ ফাদার জর্জ আন্ডাচেরী (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার ভিক্টোরিয়া মারান্ডী সিআইসি (দিনাজপুর)

মানসিকতার পরিবর্তন প্রসঙ্গে কিছু কথা - ২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকায় ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২, তারিখে প্রকাশিত খুলনা ধর্মপ্রদেশীয় বার্ষিক পালকীয় সভার প্রতিবেদন পাঠে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশে মহামান্য বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী প্রেরিত ই-মেইল তারিখ ২০ এপ্রিল ২০২২ লেখায় "সত্যকথা ও তথ্যাদি" প্রকাশে আন্তরিক ভালবাসা এবং সমবায়ী অভিনন্দন জানাই।

সুধী পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য ই-মেইল এর হুবহু কপি: "ধন্যবাদ জানাই আপনার সুন্দর চিন্তার জন্য। ক্রেডিট ইউনিয়ন একটি জনসাধারণের সংঘঠন, সুতরাং নিয়ম অনুসারে এই সংঘঠন চলে। কারণ এটা দেশের নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে রেজিষ্টার করা। তাই ভাল নেতা নির্বাচন করা দরকার। আমাদের ধর্মপ্রদেশে কারিতাস সহায়তা দান করবে। তাদের পরামর্শ নিতে পারবে। আমাদের পুরোহিতদের পরামর্শ দাতা হিসাবে থাকতে বলা হয়েছে, যদি তারা চান তবে তাদের পরামর্শ পাবেন। ধন্যবাদ" লেখাটি তুলে ধরিলাম।

লক্ষণীয় বিষয়: আমাদের ধর্মপ্রদেশে কারিতাস সহায়তা দান করবে কথাটি (মনোভাব) কতটা যুক্তিযোগ্য একটু ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। বার্ষিক পালকীয় সভায় মণ্ডলীর বিশিষ্ট গুণীজন কমপক্ষে ১০/১২ জনের উপস্থিতিতে আলোচনায় একমত পোষণে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। ভাবতে অবাক হই, কাথলিক মণ্ডলীর একমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পত্রিকা পথচলার ৮২ বছর, ০৩ সংখ্যায় সম্পাদকীয় কলামে: "খ্রিস্টান সমাজের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর নির্বাচনের সময় সকলেই দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন চান। নির্বাচনের পরে নিজের দেওয়া পরিবর্তনের কথা প্রায় সকলেই ভুলে যান। কেননা তারা তো প্রতিষ্ঠান বা দেশের পরিবর্তন চান; নিজেদের নয়। কিন্তু বড় কোন পরিবর্তনের জন্য আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। ব্যক্তির পরিবর্তন হলো সবচেয়ে বড় পরিবর্তন।" প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি কয়জন পড়েছে? (এখানেই সমস্যা) যদি পড়তো, লিখিত বিষয়বস্তু সভায় আলোচিত হলে কমবেশী অনেকের মানসিকতার পরিবর্তনের সহায়ক হতো। কেননা কারিতাস একটি এনজিও অন্যদিকে ক্রেডিট ইউনিয়ন হচ্ছে জনসাধারণের সংঘঠন। সদস্যগণই সমিতির প্রকৃত মালিক। সুতরাং নীতিমালা প্রকারভেদে দু'রকম।

খ্রিস্টান সম্প্রদায় বিগত ৫০ বছরে ক্রেডিট ইউনিয়নের বদৌলতে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং শিক্ষালাভে নানা ধরণের কর্মসংস্থানে স্বনির্ভর হলেও ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ক শিক্ষার অভাবে অনেক পিছিয়ে আছে। দেখবে কে? এখানেই প্রশ্নবিদ্ধ।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং প্রতিবেশিকে ভালোবাস কথা দুটি মূল্যায়নে মাননীয় মেষপালকের নিকট সবিনয় আবেদন, ব্রতধারী পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার এবং কাটেখ্রিস্টদের সহযোগিতায় খ্রিস্টভক্তদের ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা এবং মণ্ডলীর ছয় আজ্ঞা নিয়মিত চর্চা এবং শিক্ষাদানে সচেতনতা বৃদ্ধিতে অদূর ভবিষ্যতে নির্বাচনে "ভালো লোক" নির্বাচিত হবে, বিশ্বাস করি। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদের কোন কিছুরই অভাব নেই, অভাব শুধু পরিচালনার। সমবায়ী শুভেচ্ছা।

পিটার পল গমেজ
মনিপুরি পাড়া, ঢাকা

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম” আগামী সাত বছরের লক্ষ্য ও কর্মক্ষেত্র

ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

ভাটিকানের ‘মানব উন্নয়ন’ নামক পুণ্য দপ্তর এর সাথে একাত্ম হয়ে ‘বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী’ আগামী সাত বছর “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম” (২০২১ থেকে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দ) শিরোনামে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছে। ভাটিকানের পুণ্য দপ্তর ২২-২৯ মে “লাউদাতো সি সপ্তাহ ২০২২” ঘোষণা করেছে এবং মূলসুর হিসেবে গ্রহণ করেছে **“শোনা এবং একসাথে পথচলা”** যা পোপ মহোদয়ের আহ্বানে “আমাদের অভিন্ন বসতবাটিকে রক্ষা করতে গোটা মানব পরিবারকে একত্রিত করবে” (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ-১৩)। সর্বপর্যায়ে ব্যাপকতর সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মে ১৫, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রবিবার, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর সকল গির্জায় একযুগে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম’ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হবে। এরপর আগামী সাত বছর “লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম”এর কর্মপরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ক) আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিমূলক (Spiritual Events), (খ) জীবনধারা পরিবর্তনমূলক (Action Events) ও (গ) গণমঙ্গল নীতিমালামূলক (Policy Events) কর্মসূচি যা মাণ্ডলিক জলবায়ু সুরক্ষা বিষয়ক পালকীয় সেবাকাজকে গতিশীল ও বেগবান করবে।

‘লাউদাতো সি’ সর্বজনীন পত্রটির লক্ষ্যসমূহ: সম্প্রতি পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- ‘লাউদাতো সি’ শুধু সবুজ সর্বজনীন পত্র নয়, বরং এটি একটি সামাজিক সর্বজনীন পত্রও। সর্বজনীন পত্রটির ৭টি লক্ষ্য আমাদের সকলকে সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণের অনুপ্রেরণা প্রদান করে। এখানে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো–

১. জগতের আর্তনাদে সাড়াদান: আমাদের অভিন্ন বসতবাটির মৌলিক কিছু উপাদান নিয়ে গভীর মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। যেমন- (ক) ভূমি বা মাটি, (খ) বায়ু বা বাতাস, (গ) আগুন এবং (ঘ) জল ইত্যাদি। আমাদের জীবনযাপনের অপরিহার্য উপাদানসমূহ এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং আমাদের সকলকেই ভাবিয়ে তুলছে; আমরা সবাই ভুক্তভোগী। প্রকৃতি ও পরিবেশ শুধু একটি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয় বরং একটি সমন্বিত পরিবেশ যেখানে আছে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক বিষয়। এখানে শুধু মানুষের সুবিধার কথা চিন্তা করলে হবে না; বরং বনের গাছ-গাছড়া, জীব-জন্তু, আকাশের পাখি-পঙ্গপাল, বাতাসে উড়ে বেড়ানো মশা-মাছির মত প্রাণীকুল, ভূমির পোকা-মাকড় ও সরিসৃপ, নদী ও জলাভূমির মাছ, সমুদ্রের সকল জীবের কল্যাণের বিষয়ও ভাবতে হবে। ঈশ্বর তো এদেরও সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃতিতে এদের একটি করে ভূমিকা দেওয়া আছে। বর্তমানে পুনর্বীকরণযোগ্য শক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার এবং কার্বন নিষ্ক্রিয়তা অর্জনে জীবাশ্ম জ্বালানী (খনিজ জ্বালানী-কয়লা, গ্যাস) ব্যবহার হ্রাস করা; জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন করা এবং সবার জন্য বিশুদ্ধ জলের নিশ্চয়তা প্রদান করা দরকার।

২. দীনদরিদ্রদের আর্তনাদে সাড়াদান: দীনদরিদ্র, দুর্বল ও দুঃখকষ্টে জর্জরিত মানুষের আর্তনাদে আরও অধিক মনোযোগ দেওয়ার সময় এখন। আমাদেরকে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় করতে হবে যে, আমরা সকলে মিলে একটি মাত্র মানবপরিবার, অভিন্ন বসতবাটিতে সকলের সমান অধিকার রয়েছে (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ৫২)। পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল মানবজীবনকে মৃত্যুর ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা এবং আদিবাসী মানবগোষ্ঠী ও তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া দরকার। জলবায়ু বিপর্যয়ে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী, অভিবাসী-শরণার্থী, মানবপাচারের স্বীকার মানুষজন, যৌন সন্ত্রাসে শিকার শিশু ও মহিলা এবং দাসত্বের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা শিশুসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করার এখনই সময়।

৩. পরিবেশগত অর্থনীতি বিস্তার: একটি ভিন্ন ধরণের সমদায়িত্ববোধ ও সমঅধিকারভিত্তিক অর্থনীতি বিস্তারের মাধ্যমে বৈশ্বিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু করার সময় এখনই। এটি আরও ন্যায়-সঙ্গত, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনীতি হতে হবে যা কাউকে পিছনে ফেলে রাখে না। অর্থনীতি এক ধরণের সেবার মাধ্যম, এ ধরিত্রীর সকল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সবার অধিকার সমান, আসিসির সাধু ফ্রান্সিস আমাদের অনেকবার তা শিখিয়েছেন। আমাদের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন একটি সমদায়িত্ববোধ ও সমঅধিকারভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যা জনগণের সেবার এবং আমাদের অভিন্ন বসতবাটির যত্ন নেওয়ার একটি শক্তিশালী সক্রিয় অংশীদার হতে পারে। টেকসই উৎপাদন, ন্যায্য-বাণিজ্য, ন্যায়-সঙ্গত ভোগ, নৈতিক বিনিয়োগ ও পুনর্বীকরণযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগ বিষয়সমূহে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানী এবং ধরিত্রী ও মানুষের জন্য ক্ষতিকারক যে কোনও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিহার করার এখনই সময়।

৪. টেকসই সহজ-সরল জীবনযাপন গ্রহণ: বর্তমান পরিবেশের অবনতি ও বিপর্যয়ের বিষয়টি আমাদের জীবনধারা পরিবর্তন করার দাবি জানায় (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২০৬)। সেই সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা অনুশীলন যেখানে আমরা অল্প নিয়েই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতে, যে সুযোগ-সুবিধা আসে তার জন্য কৃতজ্ঞ থাকতে, যা সহায়-সম্বল আছে তার প্রতি অনাসক্ত হতে এবং যা নেই তার জন্য দুঃখ ও বেদনাবোধ পোষণ না করতে শেখা (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২২২)। সহজ-সরল জীবনযাপনের মাধ্যমে সমৃদ্ধজীবন গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কিছু কিছু বিষয়ে সচেতনতা লাভ করা যায়। যেমন- আমি যেখানে বসবাস করছি সেই পরিবারের আরো বেশী যত্ন নিব, মিতব্যয়িতা

ও স্বল্প নিয়ে সুখী থাকা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ, পরিমিত পরিবেশন ও পরিমিত ভোগ করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকে 'যত্নবান হওয়ার সংস্কৃতি' অনুশীলন করা, শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ, জল অম্লীকরণসহ সকল প্রকার দূষণমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা; সত্য মতকে সত্যরূপে গ্রহণ করা, ছুঁড়ে ফেলার সংস্কৃতি বর্জন করা, কোন কিছু তাৎক্ষণিকভাবে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে তা পুনরায় ব্যবহার করাটাও ভালোবাসার কাজ হিসেবে গণ্য করা, সর্বজনীন ভ্রাতৃসমাজে একত্র মিলেমিশে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে বসবাস করার সক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি অভ্যাস অনুশীলন করতে পারি।

৫. পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা: পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 'পরিবেশবান্ধব নাগরিকত্ব' তৈরি যারা একমাত্র অকপট গুণাবলীর অনুশীলন নিশ্চিত করতে পারলেই পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকবে (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২১১)। এ মহাদেশের কবি, দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, লেখক, গুরুজন প্রকৃতিতে সরল জীবনযাপনে, প্রকৃতে আশ্রয় নিয়ে, প্রকৃতি থেকে উপাদান আহরণ করে মহাকাব্য রচনা করেছেন ও সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেছেন। এসব সাহিত্য পাঠ করলে নির্মল জলের মতো আমাদের পিপাসা মেটায়, আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাই, আমরা প্রকৃতি ও সৃষ্টির কাছে যাই এবং পরিবেশ সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা পাই। পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা বিস্তার করা সম্ভব স্কুলে, পরিবারে, যোগাযোগ মাধ্যমে, ধর্মশিক্ষাদানে ও অন্যত্র। পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষায় আমাদেরকে কিছু ভাল অভ্যাস অর্জন করতে অভ্যস্থ করে তুলবে যেমন- প্লাস্টিক ও কাগজ ব্যবহার কমানো বা বিরত থাকা, পানির ব্যবহার কমানো, অপচয় করার অভ্যাস ত্যাগ করা, বর্জ্য পৃথক করা এবং সুনির্দিষ্ট পাত্রে রাখা, অন্যান্য প্রাণীর যত্ন নেওয়া, গণপরিবহন ব্যবহার করা অথবা কয়েকজন মিলে একটিমাত্র গাড়ি ব্যবহার করা, গাছ-গাছড়া লাগানো, নিষ্প্রয়োজন বাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া এবং এ ধরনের বহুবিধ অভ্যাস অনুশীলন করা।

৬. সমাজকে সম্পৃক্তকরণ ও অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি: এ সংকটকালে সারা বিশ্বকে ও বিশ্বনেতাদের একযোগে এই ধরিত্রীকে বাঁচানোর চিন্তায় মনোযোগী হওয়াটা খুবই প্রাসঙ্গিক ভাবনা। পোপ মহোদয় বলেছেন- অভিন্ন বসতবাটিকে সংরক্ষণের জন্য জরুরি চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গোটা মানব-পরিবারকে একত্রিত করার চিন্তাভাবনা, যাতে টেকসই ও সম্পূরিত উন্নয়ন সাধিত হয়, কেননা আমরা জানি- পরিবর্তন সম্ভব (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ১৩)। ভাটিকানের 'মানব উন্নয়ন' নামক পুণ্য দপ্তর আগামী সাত বছর "লাউদাতো সি অ্যাকশন প্লাটফর্ম" এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য গোটা মণ্ডলীকে সাতটি কর্মক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে- (ক) পরিবার, (খ) ধর্মপল্লী, (গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, (ঘ) সংগঠন ও ক্লাব, (ঙ) সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, (চ) হাসপাতাল এবং (ছ) ধর্মসংঘসমূহ ইত্যাদি। সমন্বিত পরিবেশ সংরক্ষণে সম্মিলীত প্রচেষ্টায় এক সাথে মিলেমিশে এখনও আমাদের অভিন্ন বসতবাটিটি নির্মাণ করার ক্ষমতা মানবজাতির আছে (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ১৩)। সৃষ্টির যত্নের জন্য সমাজ, পাড়া, গ্রাম, ধর্মপল্লী, ডাইয়োসিস, স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামাজিক অংশগ্রহণ এবং অংশগ্রহণমূলক বহুমাত্রিক পদক্ষেপ জোরদার করতে হবে।

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা: পরিবেশ বিষয়ক সংকট আমাদের কাছে একটি আন্তরিক মনপরিবর্তনের জোরালো আহ্বান জানান; ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের সেবা-যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সৎ ও ধার্মিক জীবন যাপন করাই হচ্ছে আমাদের আহ্বানের মূল লক্ষ্য (লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২১৭)। ভারতীয় উপমহাদেশে পবিত্রতম তীর্থস্থান এবং মনের প্রশান্তি অহরণের স্থানসমূহ প্রকৃতির মাঝেই খুঁজে পেয়েছে; মানুষ ছুটে যায় অসীম জলরাশির ধারে, গহীন অরণ্যে, সুউঁচ্চ পাহাড়ে, হাওড় অঞ্চলে অথবা সবুজ প্রান্তরে যেখানে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি আবিষ্কার ও প্রকাশিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সময় নিয়ে সৃষ্টিকে অবলোকন করা এবং আমাদের জীবনযাত্রা ও আদর্শ নিয়ে ধ্যান করা। সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন ও সস্নেহে আগলে রাখেন সেই তাঁকে নিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকা। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস এর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করতে পারি এবং পরিবেশগত ধর্মশিক্ষা, প্রার্থনা, নির্জনধ্যান ও মানব গঠন কার্যক্রম আয়োজন করা যায়। বিশ্বজগতের মা মারীয়া প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে জগৎকে দেখার শক্তি দিবেন এবং বিশ্বজনীন মণ্ডলীর রক্ষাকর্তা সাধু যোসেফ আমাদের শেখাতে পারেন- আমাদের অভিন্ন বসতবাটি রক্ষার জন্য কিভাবে সেবাযত্ন দিতে হয় এবং উদারভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। যিশু বলেন- "আমি এখন সব-কিছুই নতুন ক'রে তুলছি" *(প্রত্যাদেশ ২১:৫)*। এই গ্রহটির জন্য আমাদের ভাবনা-চিন্তা যেন আমাদের প্রত্যাশার আনন্দ বিনষ্ট করতে না পারে। সৃষ্টিকর্তা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নতুন নতুন পথ ও পন্থা খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দান করছেন, আসুন ধ্যান-প্রার্থণায় তা শুনি ও এখনই কাজে সক্রিয় হই। তোমার প্রশংসা হোক- লাউদাতো সি॥ ❑

স্বপ্ন পূরণের তাগিদ

যিশু বাউল

শত শত তারার ভীরে
একটি তারাই শুকতারা,
শত শত মানুষের ভীরে
একটি মানুষই প্রিয়জন-প্রিয়তমা।

শত শত নারীর মাঝে
একজন নারীই প্রেমময়ী মা,
শত শত পুরুষের মধ্যে
একজন পুরুষই স্নেহশীল পিতা।

শত শত মানুষের মাঝে
কিছু কিছু মানুষ স্বজন প্রিয়জন বন্ধু,
শত শত মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ
ভাইবোন বিশ্বস্ত সেবক।

শত শত ঘটনার মাঝে
কিছু কিছু ঘটনা স্মৃতিময়,
বিশ্ব প্রকৃতি ঘটনা প্রবাহ থেকে
কিছু মানুষ, স্বজনপ্রিয়জন,
স্মৃতি নিয়ে
বেঁচে থাকে সত্তার স্বপ্ন
পূরণের তাগিদে।

মূল্যবোধ-শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম

অনুবাদ ও সম্পাদনায় : কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

ভারতের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিসিবিআই) ***মূল্যবোধ-শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম*** প্রস্তুত করেছে সাথে সাথে পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। ইংরেজীতে রচিত এবং সিসিবিআই দ্বারা ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তালিকা থেকে বাংলায় অনুবাদ করে নিম্নে পাঠ্যসূচির কেবলমাত্র বিষয়গুলো প্রকাশ করছি। কোন কোন ক্ষেত্রে দেশোপযোগী করে মূল্যবোধগুলোর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

ছোট থেকে ধাপে ধাপে কোন্ কোন্ মূল্যবোধ শিখতে হবে, চর্চা করতে হবে, জানতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য, পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্য, শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের জন্য অনেক সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজের দিকে তাকিয়ে যাকিছু অশুভ দেখছি, তার মূল কারণ হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখিত মুল্যবোধগুলোর শিক্ষা ও চর্চার ভীষণ অভাব ও ঘাটতি রয়েছে।

প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের মধ্যে মানবব্যক্তির সামগ্রিক দিক, অর্থাৎ: ব্যক্তিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, আবেগিক, বৌদ্ধিক, আচরণিক, সামাজিক, কৃষ্টিক ও রুচিসম্পন্ন প্রভৃতি দিকসমূহে, কী কী মূল্যবোধ শিক্ষা নিতে ও দিতে হবে তা তুলে ধরা হয়েছে।

এই পাঠ্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে: শিক্ষার্থীরা কীভাবে আরও ভাল মানুষ হতে পারে তা যেন তারা নিজেরা জানতে পারবে এবং তারা যেন এমন সমাজ গঠন করবে যেখানে থাকবে: সমতা, ন্যায্যতা, স্বাধীনতা, সততা, শান্তি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতা।

এই পাঠক্রমের মধ্যে আছে: সাংবিধানিক মূল্যবোধ, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার এবং শিশু অধিকার। এইগুলো শিক্ষার্থীদেরকে অর্থবহ জীবনের জন্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তাদরকে গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

১ম শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি: "আমাদের সুন্দর জগত" (প্রাথমিক বিদ্যালয়)

১ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

বাড়িতে খুশি থাকা, দয়াশীল হওয়া, স্কুলের বাগানের যত্ন নেওয়া, দেশীয় প্রতীকগুলো জানা, শিক্ষকদের সম্মান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সময়ের গুরুত্ব, উৎসবাদি, খাওয়া-দাওয়ার সময়ে শিষ্টাচার এবং কৃতজ্ঞতা।

২য় শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

আমাদের স্কুল সম্বন্ধে ধারণা, প্রার্থনা, আমি ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি বলে জানা, কথা/অঙ্গীকার রক্ষা করা, ভাল অভ্যাস গড়ে তোলা, শিশুদিবস পালন করা, সততা, মনোযোগ, চিড়িয়াখানার মধ্যে আচরণ, ধন্যবাদ দিবস পালন।

৩য় শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, পিতামাতার প্রতি সম্মান, ভাল দিক দেখা, সুবর্ণ-নীতির তালিকা, আমাদের জাতীয় পতাকার অর্থ ও কেন? ক্ষমা, একতার ও দলবদ্ধতার শক্তি, আশান্বিত হওয়া, সৎসাহস, আমাদের সহযোগী, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৪র্থ শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বর আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের প্রতিবেশি, শেয়ার করা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত, প্রতিদিনের খাদ্য-আহার কে দেয়, সময়ানুবর্তিতা, কয়েকটি ধর্মীয় উৎসব, খনিজ সম্পদ: পানি, দলের নেতার মধ্যে যে মূল্যবোধগুলো ভাল লাগে, দৃঢ়তা এবং ইচ্ছাশক্তি, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৫ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি: "আমরা পরিবার স্বরূপ": (নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

৫ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বর যে শক্তিগুলো আমাদের দিয়েছেন, জ্যেষ্ঠদের ও অসুস্থদের সম্মান করা, আশা সঞ্চার করা, জাতির পিতা এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের স্মরণ, খনিজ সম্পদ: বৃক্ষ ও বন রক্ষা করা, ক্রীড়া-প্রমোদ, আত্ম-সংযম, পড়াশুনার অভ্যাস গড়ে তোলা, আনন্দিত হওয়া, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৬ষ্ঠ শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের দেহ পবিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশ-বরেণ্যদের স্মরণ, আত্ম-শৃঙ্খলা. স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দাদা-দাদি ও নানা-নানিদের সম্মান, আনুগত্য, অভিবাসীদের সাহায্য করা, একাগ্রতা ও কঠিন শ্রম, শান্তি, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৭ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বরের দানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, ধৈর্য্য, খাঁটি বন্ধুত্ব, দেশ-বরেণ্যদের স্মরণ করা, প্রকৃতি ও প্রাণিকুলের প্রতি সম্মান ও যত্ন, অনাথ শিশুদের সাথে দিন কাটানো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সংযম, সুস্থ প্রতিযোগিতা, ক্লাশের ক্যাপ্টেন/লিডারদের মধ্যে গুণাবলি, একসঙ্গে কাজকরার শক্তি, সততা, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৮ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন, অন্যকে বুঝা, মমতাবোধ, অর্জন, সৎ ও সাধারণ জীবনযাপনের উদাহরণ, দেশ-নির্মাণকারী, পৌরসভার কর্মীবৃন্দ, সমাজকর্মীবৃন্দ, অন্যের প্রয়োজনে দান করা, ন্যায্যতা, কৃষকদের স্বীকৃতি, স্কুল লিডারদের গুণাবলী, দায়িত্বশীলতা, সবকিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা।

৯ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি: "মূল্যবোধ ও জীবন-কৌশলসমূহ": (উচ্চ বিদ্যালয়)

৯ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবন-কৌশল সম্পর্কে সক্ষম করা, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের মধ্যে আছে: মনোভাব, আবেগিক পরিপক্কতা, আত্ম-সম্মান, আত্ম-বিশ্বাস এবং আত্ম-প্রেরণা।

১০ম শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও জীবন-কৌশল সম্পর্কে সক্ষম করা; জীবন-কৌশলের মধ্যে আছে: আত্মচেতনা, আত্ম-মূল্যায়ন, চিন্তা, সৃজনশীল চিন্তা, যুক্তি-বাগ্মিতা, সমস্যা সমাধান, পারস্পরিক সম্পর্ক, যোগাযোগ, প্রকৃতিগত যোগাযোগ, আত্ম-নির্ভরশীলতা, আত্ম-ব্যবস্থাপনা কৌশল, দলগত ব্যবস্থাপনা, দুশ্চিন্তা-ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব।

১১শ শ্রেণি থেকে ১২শ শ্রেণি: "সফল জীবন": (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

১১শ শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

যুবাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত অথচ অনালোচিত অনেক বিষয়, এই পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে যার মধ্যে আছে: বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যসমুহ, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি, সাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা এবং আচরণের অপ্রাসঙ্গিকতা, হতাশা ও প্রতিকার, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, যৌনজীবন, যৌনরোগ, ভ্রুণহত্যা, সত্তা-প্রকৃতির অপব্যবহার, মৌলিক অধিকার, অন্যান্য মানবাধিকারসমূহ, এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যত শুভজগতের নির্মাতা যুবাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা।

১২শ শ্রেণি: শিখনীয় মূল্যবোধসমূহ:

এই পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে: বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যসমুহ, ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি, সাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা এবং আচরণের অপ্রাসঙ্গিকতা, হতাশা ও প্রতিকার, জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, যৌনজীবন, যৌনরোগ, ভ্রুণহত্যা, সত্তা-প্রকৃতির অপব্যবহার, মৌলিক অধিকার, অন্যান্য মানবাধিকারসমূহ, এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যত শুভ-জগতের নির্মাতা যুবাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করা॥ ❑

খ্রিস্টের পুনরুত্থান: নব জীবনের আহ্বান

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে আপন সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। মানব মুক্তিকল্পে আপন পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়েছেন। তিনি মানুষের পাপের কারণে নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি নিজের জীবনে মৃত্যুকে গ্রহণ করে আমাদের জীবনে পাপের ফল মৃত্যুকে নাশ করলেন। আমাদের জন্য আনলেন পরিত্রাণ। যিশু মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করে আমাদের দিয়েছেন নব জীবন। তাই মণ্ডলী পুনরুত্থান পর্বকে মুক্তির উৎসব হিসেবে উদ্‌যাপন করে। পুনরুত্থান কেবল মাত্র একটি পার্বণ নয় বরং এটি হচ্ছে পর্বের পর্ব ও মহোৎসবের মহোৎসব। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ১১৯৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'পুনরুত্থান হচ্ছে পর্বের পর্ব এবং মহোৎসবের মহোৎসব'। সাধু আথানাসিউস পুনরুত্থান পর্বকে মহা রবিবার বলে অভিহিত করেছেন। পুনরুত্থান উৎসব প্রকাশ করে, খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করে আমাদের মুক্ত করেছেন এবং খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়ে আমাদের জন্য নব জীবনের পথ খুলে দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে আমরা লাভ করেছি ঈশ্বরের সন্তানত্ব লাভের মহিমা। যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান, পাপ-মৃত্যু বিজয়ের মহা আনন্দোৎসব। খ্রিস্টের পুনরুত্থানের উপর ভিত্তি করেই খ্রিস্ট মণ্ডলীর জন্ম ও বিকাশলাভ।

পুনরুত্থান বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু: পুনরুত্থান যেমন সত্য তেমনি আমাদের বিশ্বাসও সত্য। পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করে আমাদের বিশ্বাসের জীবন আবর্তিত হয় এবং ফল উৎপন্ন করে। পুনরুত্থান হল আমাদের বিশ্বাস ও বিশ্বাসের অনুশীলনের কেন্দ্রবিন্দু যা আমাদের সমগ্র জীবনকে প্রভাবিত করে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান হচ্ছে খ্রিস্টধর্মের প্রাণকেন্দ্র। খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থান না করতেন, তাহলে আমাদের বিশ্বাস খ্রিস্টের প্রতি বৃথা। তাই তো সাধু পল বলেছেন "খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না-ই হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বাণীপ্রচারও অর্থহীন, তোমাদের বিশ্বাসও অর্থহীন" *(১ করিন্থীয় ১৫:১৪)*। খ্রিস্টবাণী যে সত্য, খ্রিস্টের পুনরুত্থানই তো তার সবচেয়ে অকাট্য প্রমাণ।

পুনরুত্থান খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তি: যিশুর পুনরুত্থানই খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি। খ্রিস্টের পুনরুত্থান এক সুনিশ্চিত সত্য ঘটনা; যা বিশ্বাসীদের জীবনে এনেছে দৃঢ়তা ও প্রত্যয়। যিশু বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না" *(যোহন ১১:২৫)*। আমরাও বিশ্বাস করি পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে। যিনি বারবার শিষ্যদের দেখা দিয়ে তাদের বিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছেন। আশাহত অবস্থা থেকে আশা দিয়েছেন। তিনি আজও অনবরত আমাদের প্রত্যাশায় পথ চলতে অনুপ্রেরণা দান করেন তাঁরই প্রেরিত পবিত্র আত্মার মধ্যদিয়ে। অন্যদিকে মাগদালার মারীয়ায় সংবাদ আশা সঞ্চার করে। যিশু পুনরুত্থান করেছেন। কেননা পুনরুত্থান হচ্ছে নতুন আশা; নতুন চেতনা জাগ্রত হওয়া। তাই যিশুর পুনরুত্থানের সংবাদ আমাদের জন্য আশা সঞ্চার করে, নতুন শক্তি ও উৎসাহ দান করেন। খ্রিস্টের পুনরুত্থান অতি বাস্তব একটি সত্য।

পুনরুত্থান রূপান্তরিত নব জীবনের আহ্বান: পাস্কা বা পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের জীবনে এক নতুন আহ্বান। রূপান্তরিত নব জীবনের আহ্বান। পাপ বিহীন পুণ্য জীবনে প্রবেশের আহ্বান। ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসায় মানুষকে সৃষ্টি করলেও মানুষ পাপের কারণে তার মর্যাদা হারিয়েছিল। যিশুখ্রিস্ট মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্যে দিয়ে সে মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন। যিশু এই জগতে এসেছেন একটি আহ্বান নিয়ে যা মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করে এবং পাপরূপী শয়তানকে পরিত্যাগ করতে শক্তি দেয়। যিশুর এ আহ্বান আমাদের জীবনে নবীনতা নিয়ে আসে। জীবনকে করে তোলে রূপান্তরিত।

পুনরুত্থানের শক্তিতেই মুক্তি: পুনরুত্থান হ'ল নব জীবন লাভ। পুনরুত্থান মানে শুধু এই নয় যে, আমাদের এই নশ্বর শরীরটা আবার নতুন হয়ে উঠবে বরং দেহ-মন-আত্মায় নবজন্ম লাভ করা; পরিবর্তন হওয়া। আমরা যে অবস্থায় আছি সেখান থেকেই পুনরুত্থানের নব চেতনায় জাগ্রত হতে পারি। পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে গ্রহণের মধ্যদিয়ে নিজেকে রূপান্তর করতে পারি। অর্থাৎ আমার জীবনের যে কোন মন্দ দিক, খারাপ অভ্যাস বা আচরণের পরিবর্তন আনতে পারি। কেননা খ্রিস্টের পুনরুত্থান সকল পাপ ও মন্দতার ওপর সুনিশ্চিত বিজয়। এই বিজয়ে নব জীবনের স্বাদ লাভ করতে পারি। খ্রিস্টের পুনরুত্থানের আনন্দ, শান্তি এবং ভালোবাসায় জীবন যাপন করা। খ্রিস্ট প্রতিদিন আমাদের জীবনে পুনরুত্থান করতে চান। আমরা যেন উন্মুক্ত চিত্তে পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে গ্রহণ করি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর গানের ভাষায় পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে নিজ জীবনে সাদরে বরণ করে নিতে গেয়ে উঠি, 'এসো এসো আমার ঘরে এসো, আমার ঘরে...'। তাহলেই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের নবশক্তিতে আমাদের জীবন রূপান্তরিত হবে এবং হৃদয়জুড়ে রাজত্ব করবে পুনরুত্থানের অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য ও ভালোবাসা।

পুনরুত্থান পূর্ণতার দিকে যাত্রা: পুনরুত্থানকে বলা যায় একটি সন্ধিক্ষণ যখন মানুষ যিশুর সাথে মৃত্যু থেকে জীবনে প্রবেশ করে। ঈশ্বর তাঁর ভালোবাসার কাজ সমাধান করলেন যিশুর পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে। পুনরুত্থান হল সেই পুণ্য সময় যখন জীবন মৃত্যুকে পরাজিত করে এবং জীবন স্বমহিমায় ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়। যিশুর পুনরুত্থান মৃত্যুর উপর বিজয়ের চিহ্ন এবং নব জীবনে শুভ সূচনা। প্রভু যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে আমাদের মৃত্যু নাশ ও নব জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। যিশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন যেন আমরা জীবন পাই, মৃত্যু থেকে জীবনে প্রবেশ করতে পারি। যিশু বলেছেন, "আমি এসেছি যাতে মানুষ যেন জীবন পায়, পুরোপুরি ভাবেই পায়" *(যোহন ১০:১০)*। যিশু আমাদের তাঁর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অনন্ত জীবনে আহ্বান করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করে আমাদের সাথে একাত্ম হন। কেননা আমরাও আদমের পাপের কারণে মৃত্যুর অংশীদার হয়েছিলাম। যিশুর মৃত্যু মৃত্যুতেই সমাপ্ত হয়নি বরং তা আমাদের নিয়ে যায় পুনরুত্থানে দিকে। যা আমাদের দান করে নব জীবন, রূপান্তরিত জীবন।

পুনরুত্থান হল পুনরায় উত্থান বা জেগে ওঠা। পুরাতন আমিকে ছেড়ে খ্রিস্টকে পরিধান করা। এক কথায় বলা যায় খ্রিস্টে নব জীবন লাভ করা। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের ভালোবাসা ও ক্ষমায় অপরকে ক্ষমা করা ও ভালোবাসা। খ্রিস্ট যিনি প্রভু হয়ে পাপীর মুক্তি লাগি মর্ত্যে নেমে এলেন ক্রুশীয় যাতনাভোগ করে তিনি মৃত্যুকে মেনে নিলেন। তাই পিতা পরমেশ্বর তৃতীয় দিনে তাকে পুনরুত্থিত করলেন। মানব ইতিহাসে খ্রিস্টান ধর্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ধর্ম নেই, যার প্রবর্তক মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থিত হয়েছেন কেবল যিশু ছাড়া। যার মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি নব জীবনের উৎস, হয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ জীবনের সূচনা। তাঁর পুনরুত্থানে আমরা পেয়েছি নব জীবন, পেয়েছি নতুন জীবনের সাক্ষ্যদানের আহ্বান।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:-

বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল ও খ্রীস্তিয়াঁ মিংঙো এস. জে. (সম্পাদিত): *মঙ্গলবার্তা*, জেভিয়ার প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১১।

ডি' রোজারিও, প্যাট্রিক (সম্পাদিত): *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, জেরী প্রিন্টিং, ঢাকা, ২০০০।

রায়, ডিকন যোহন মিন্টু: *খ্রীষ্টের পুনরুত্থানই মণ্ডলীর ভিত্তি*, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, পুনরুত্থান সংখ্যা, ২০০৭।

কস্তা, ফাদার দিলীপ এস.: *পুনরুত্থিত খ্রীষ্টেই বিশ্বাসের পূর্ণতা*, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, পুনরুত্থান সংখ্যা, ২০০৭॥ ❑

অকৃত্রিম বন্ধুঃ মা

সুস্মিতা গমেজ

"মা" অতি পরিচিত একটি শব্দ। মা শব্দটি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-মন জুড়ে উদিত হয় বহুরঙ্গা রঙধনু। মানবজীবনের সাথে সবচেয়ে বেশি আবেগিক সম্পর্ক হলো এই "মা" শব্দের সঙ্গে। পৃথিবীতে একমাত্র খাঁটি ও মধুরতম সম্পর্কটা হলো মা-সন্তানের সম্পর্ক। "মা" নামটির আড়ালে লুকিয়ে আছে মায়া, মমতা, আদর ও ভালবাসা। মা আমাদের ১০মাস ১০দিন গর্ভে ধারণ করে আগলে রাখেন। যার ফলে আমরা এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখতে পাই। পৃথিবীতে মা তখন আমার জন্য হয়ে ওঠেন সবচেয়ে আপন জন। তাঁর এক ফোটা দুধের মূল্য কোটি কোটি টাকা দিয়েও আমরা পরিশোধ করতে পারব না। কিন্তু ক্ষণিকের সুখের জন্য আমরা ভুলে যাই আমাদের জন্মদায়িনীকে। ভুলে যাই আমাদের জীবনের মূল শিকড়কে। আমরা একবারও চিন্তা করি না, একমাত্র তাঁর প্রকৃত শিক্ষার কারণে আমরা যার যার শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে রয়েছি।

পৃথিবীতে মা ও সন্তানের মধ্যে যে সম্পর্ক তা শাশ্বত ও সীমাহীন ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা নিঃস্বার্থ। একজন মা, সন্তানের কাছে কখনো অভিভাবক, শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা বা পথ প্রদর্শক আবার কখনো বা প্রকৃত বন্ধু। এই বন্ধুত্বের ভূমিকা পালন করার মধ্যদিয়েই মা সন্তানকে আদর, স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা দিয়ে বড় করে তোলেন। মা হলেন স্নেহময়ী আদরিণী কষ্ট ভোগিণী, প্রেরণাদায়িণী, অনুপমা ও মাধুর্যময়ী। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাকে ঋতুর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন, "মা হলেন বর্ষা ঋতু। কারণ মা জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে। দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব। সত্যিই মায়ের রূপের যেমন কোনো শেষ নেই, তেমনি তাঁর ভালোবাসার কোনো সীমা নেই। তেমনি এক সীমাহীন ভালোবাসাময়ী মায়ের গল্প রয়েছে যা এই রকম:

ছেলেটির নাম রনি। তার বয়স ১৪ বছর। বড় এক দুর্ঘটনায় সে পরিবার ও আত্মীয়স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন। রনি এখন ঢাকার রাস্তায়, পার্কে, এমনকি ফুটপাতে থাকতে শুরু করেছে। একদিন বিকালে সে রমনা পার্কে প্রবেশ করে ছোট একটি বাগানের ধারে বসে বসে অনুভব করছিল, কেউ যদি তাকে একটু আদর ও ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখত। ঠিক সেই মুহূর্তে ২২ বছরের একজন সুন্দরী মেয়ে রনির কাছে এসে প্রশ্ন করে, "এই বাবু তোমার নাম কি, তুমি কোথায় থাক? রনি উত্তর দেওয়ার পূর্বে একটু নিরব থেকে বললো, "আমার নাম রনি, আর আমি এখানেই থাকি। "রনির চোখ দুটো খুবই মায়াবী এবং তার চেহারাটা খুবই মিষ্টি। মেয়েটি বললো আমার নাম শ্রাবন্তী মিত্র। আমিও ঢাকায় থাকি। শ্রাবন্তী তাকে জিজ্ঞেস করে তোমার মা-বাবা কোথায় থাকে? তারা কোথায়? আর তুমি কি পড়াশুনা কর? রনি মেয়েটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধন করে বলল, "আমার মা-বাবা কেউই নেই। আর আমি পড়াশুনা করি না।" যাইহোক তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। রনি তুমি ভাল থেকো, আগামীকাল আবার দেখা হবে।

আজ রনি যখন বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তখন শ্রাবন্তী মিত্র তাকে দেখে কাছে এসে দাঁড়ালো। রনিকে সে বললো, Good Morning রনি, কেমন আছ? -আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি। রনি তোমার জন্য একটি উপহার এনেছি। শ্রাবন্তী মিত্র দুই পিছ দুধের ছানা রনির হাতে তুলে দেয়। কিন্তু রনি খেতে চায় না। পরে শ্রাবন্তী মিত্র নিজের হাতে রনিকে দুটো পিস ছানা খাইয়ে দেন। রনি বলল, Thank you দিদি। কিন্তু দিদি তুমি জানলে কী করে এই খাবারটি আমার সবচেয়ে প্রিয়? শ্রাবন্তী মিত্র রনির গালে আলতো করে হাত দিয়ে বলে, You are most welcome. আমি মনে করেছিলাম আমার প্রিয় খাবার তোমাকে আজ খাওয়াবো তাই নিয়ে এলাম। কিন্তু আমি জানতাম না এটা তোমার প্রিয় খাবার। যাই হোক তুমি কী জান? তোমাকে প্রথম দিন দেখে আমার মনে তোমার জন্য স্নেহ-ভালবাসা এমনকি মাতৃত্ববোধ অনুভব করেছিলাম। তাই আজ আমি আবার তোমার কাছে চলে এলাম। আচ্ছা, রনি তুমি কী আমার সাথে বন্ধুত্ব করবে? তোমার মধ্যে আমি আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। তুমি আমাকে তোমার মা-বাবা, বন্ধু, খেলার সাথী ও শিক্ষক ভাবতে পার। রনি শ্রাবন্তী মিত্রের কথা শুনে অবাক হতে লাগল। নিরবে সে শুধু শুনেই যাচ্ছে তার কথা। তারপর তারা দু'জন কিছুক্ষণ নীরব থাকল। সময় হয়ে গেছে বলে মেয়েটি ক্লাসে চলে গেল।

এরপর থেকে মেয়েটি চেষ্টা করে রনির সাথে প্রতিদিন দেখা করার জন্য। সে চিন্তা করে ঢাকা শহরে রনি একা এবং বর্তমান পরিস্থিতি খুবই খারাপ। তাই শ্রাবন্তী মিত্র সিদ্ধান্ত নিল যে, রনিকে তার সাথে বাসায় থাকার জন্য নিয়ে আসবে। কারণ রনির প্রতি তার মমতা, স্নেহ-ভালবাসা এমনকি সে মাতৃত্ববোধ অনুভব করেছে।

দিনটি ছিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৬ এপ্রিল। শ্রাবন্তী মিত্র রনির কাছে আবার আসে। কারণ আজ শ্রাবন্তীর ক্লাস নেই। রনি তাকে দেখে খুবই খুশি হল। রনি বলতে না পারলেও বোঝা যায় যে সে তাকে পেয়ে আনন্দেই আছে। সে তার স্নেহ-ভালবাসা ও স্পর্শ পেতে চায়। কারণ রনির মধ্যে মায়ের আদর-স্নেহের অভাব রয়েছে। সে রনিকে কাছে এনে তাকে বলল, "তুমি কী আমার সাথে বাসায় যাবে? আমার সাথে সারাজীবন থাকবে?" তোমার আর একা থেকে কষ্ট করতে হবে না। রনি তখন উত্তর না দিয়ে শ্রাবন্তীর দিকে এক মায়াবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শ্রাবন্তী বলে তুমি যদি রাজি হও তাহলে আগামী সপ্তাহে আমার পরীক্ষা শেষ হলে আমি তোমাকে নিতে আসব। সে তখন রনিকে আদর করে কপালে চুমু খেয়ে চলে যায়।

আসলে শ্রাবন্তী মিত্র অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। তাদের বংশের সকলেরই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একটি পরিচয় রয়েছে। তার বস্তুগত দিক দিয়ে কোনো কিছুর অভাব নেই। তবুও সে তার বাড়িতে স্বস্তিতে অবস্থান করতে পারছিল না। কারণ তার মা-বাবা তার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করত। সত্যিকারের মা হয়েও তার মা সৎ মার মতো আচরণ করত। তাই অনার্স পড়ার সুযোগে পরিবারের সকলকে ছেড়ে ঢাকায় একা থাকতে শুরু করল। মেয়ে হিসেবে দেখতে সে যেমন সুন্দরী, পড়শুনায় তেমনি সে খুব মেধাবী।

এদিকে রনির সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে কেমন যেন একটা মাতৃত্ববোধ সে অনুভব করছে। সে মনে মনে বলে রনি মাতৃত্বহীন ও স্নেহ-ভালবাসাহীন একটি ছেলে। আমিও তো ছেলেটির মতো স্নেহ-ভালবাসাহীন একটি মেয়ে। আমার সবকিছু থাকা সত্ত্বেও না থাকার মতো। এদিক দিয়ে আমি আর রনি একই পথের পথিক। কিন্তু আমি চাইলে ছেলেটিকে স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে আগলাতে পারি। সে পরীক্ষা শেষ করেই রনিকে বাসায় আনার জন্য আগামীকাল যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্যদিকে বাসায় যাওয়া না যাওয়া নিয়ে রনির মনে কিন্তু কোনো চিন্তাই নেই। কিন্তু সে খুবই খুশি যে সে একজন খেলার সাথী পেয়েছে। আস্থার রাখার মতো একজনকে খুঁজে পেয়েছে। সে মনে মনে এতই আনন্দিত যে সে অনুভব করে তাকে স্নেহ আদর করার মতো একজন ব্যক্তি পেয়েছে। আস্তে আস্তে তার একে অপরের কাছের লোক এমনকি আপনজনে পরিণত হলো।

আজ ১২ এপ্রিল ২০১৮, শ্রাবন্তী মিত্র রনিকে তার বাসায় নিয়ে আসে। তিনি আজ খুশিতে আত্মহারা কেননা তার চোখের মণি ও প্রাণ ভোমরা আজ থেকে তার সাথে থাকবে। সে প্রথমে রনিকে গোসল করার ব্যবস্থা করে দেয়। রনি গোসল শেষ করে বাইরে আসলে শ্রাবন্তী তার মাথা মুছে দেয়। তারপর শরীরে লোশন মাখিয়ে দিয়ে মাথায় চিরুনি করে দেয়। আজ রনিকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। আজ রনিকে সে নিজের হাতে খাইয়ে দিবে বলে আগেই রান্নার করে রেখেছিল। এমনকি রনির প্রিয় খাবার দুধের ছানাও এনেছিল। রনি খুব মজা করে পেট ভরে খেল। আজ সে নতুন বন্ধু, খেলার সাথী, শিক্ষক এমনকি যাকে সব বলে ডাকা যায় সে ব্যক্তির সাথে সে ঘুরতে যাবে। শ্রাবন্তী মনে মনে বলল,"সত্যি মা হবার আনন্দ খুবই চমৎকার ও স্বর্গীয় অনুভূতির সমতুল্য। সে রনিকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখতে লাগল।

বিকেলে তারা রমনা পার্কে ঘুরতে এলো। সে রনিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প শোনাচ্ছিল। এক সময় রনি তার কোলে মাথা রেখে গল্প শুনতে থাকে। সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে লাগল,"রনি, তুমি তো এখনও খুব ছোট তবুও আমার জীবন সম্পর্কে তোমার জানা দরকার। আসলে আমার মা-বাবা পরিবার সব কিছু থাকা সত্ত্বেও না থাকার মতো। আমি আমার মার স্নেহ-ভালবাসা হতে বঞ্চিত। কিন্তু যেদিন তোমায় দেখেছি, তখন থেকে আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি। তোমার প্রতি আমার মমতা, দরদ ও মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠেছিল। শোন, রনি আজ থেকে তুমি আমার সন্তান আর আমি তোমার মা। আমি চাই যে স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা থেকে আমি বঞ্চিত তা আমি তোমাকে দিয়ে পরিপূর্ণ হব। আমি তোমার জন্মদায়িনী মা না হয়েও তোমাকে সর্বোচ্চ ভালবাসায় রাখব। আমি তোমার মা হয়ে ওঠব। তুমি কী জান, জন্ম দিলেই শুধু মা হওয়া যায় না। সন্তানকে পরিপূর্ণ মানুষ করে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করতে হয়। আজ থেকে তুমি আমার চোখের তারা। আমার সবচেয়ে আপনজন তুমি। সত্যিই আমি তোমায় কথা দিলাম, তোমাকে ছাড়া আমি কেথাও যাব না।" এতক্ষণ ধরে রনি শুধু তার নতুন মার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে তার মুখ নিঃসৃত ভাষা শুনছিল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে তারা বাসায় চলে গেল।

সময়ের স্রোতে ও স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শে রনি শ্রাবন্তী মিত্রকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছে। শুরু করেছে তাকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে। সেও রনিকে প্রকৃত সন্তানরূপে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ধীরে ধীরে মা ও ছেলের সম্পর্ক এতই গভীর হয়ে উঠল যে, যে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না যে তাদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। সত্যি ঈশ্বর নিজের হাতে যা কিছু জুড়ে দেন সবকিছুই অপূর্ব ও অকৃত্রিম হয়।

শ্রাবন্তী মিত্রের যখন তার মা-বাবার কথা মনে পড়ে তখন সে রনিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সন্তানকে আগলে বুকে জড়িয়ে ধরে মা তার কঠিন দুঃখ দূর করে পরমানন্দ উপলব্ধি করে। মা-সন্তানের এই গভীর সম্পর্কের স্পর্শে ভুল যায় তারা অতীতের সকল ব্যথা-বেদনা। তারা বর্তমানকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের পড়াশুনা ও দৈনন্দিন কাজকর্ম চালিয়ে যায়।

রনি প্রতিদিন রাত্রে তার মার ডান কাঁধে মাথা রেছে ঘুমায়। আজ সে তার মার কাঁধে শুয়ে গল্প শুনছিল। হঠাৎ করে সে তার মাকে বলল," মা, আমি তোমায় অনেক ভালবাসি। তুমি আমাকে ছেড়ে কখনও যাবে না তো? তখন মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, "রনি, তুমি আমার একমাত্র সন্তান। তুমি আমার প্রাণ ভোমরা। আমি তোমাকে ছেড়ে কক্ষণও যাব না। তোমার মতো করে কাউকে ভালবাসব না। তুমি আমার একমাত্র সম্বল। তুমি ছাড়া আজ এই ত্রি-ভূবনে আমার কেউ নেই। রনি তখন মার ডান হাতের তালু গালের নিচে দিয়ে মার দিকে চেয়ে বলল, "মা, তুমি আমার সুখে-দুঃখের বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও খেলার সাথী। তোমার জন্য আমি আজ পৃথিবীর বুকে বন্ধুর পথে এগিয়ে চলছি। তখন প্রায় রাত ১:৩০ মিনিট বাজে। রনিকে তার মা শিল্পী খুরশিদ আলমের "মাগো, মা, ওগো মা আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা" এ গানটি শুনিয়ে তাকে ঘুম পাড়ালো। পরে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ল।

সময়ের পালাক্রমে শ্রাবন্তী মিত্র পড়াশুনা শেষ করে একটি এনজিওতে কাজ শুরু করেছে। অন্যদিকে রনি ইন্টামিডিয়েট পাশ করে ডিগ্রীতে ভর্তি হয়েছে। তাদের মা-ছেলের সম্পর্ক গভীর থেকে আরও গভীরতর অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠল। রনির কাছে মা হয়ে উঠল সবচেয়ে মূল্যবান ও অকৃত্রিম বন্ধু। আবার শ্রাবন্তী মিত্রের কাছে রনি সন্তান হিসেবে অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠল। মা-সন্তান খুব আনন্দে জীবন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু হঠাৎ মহামারি করোনা ভাইরাস রনির অকৃত্রিম বন্ধু ও সবচেয়ে প্রিয়জনকে কেড়ে নিল। মাত্র দশ দিন হাসপাতালে শয্যাশায়ী থেকে শ্রাবন্তী মিত্র ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রনিকে ছেড়ে সারাজীবনের জন্য চলে গেলেন। রনি কোনোভাবে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, তার মা আর এই পৃথিবীতে নেই। রনি যখন অনুভব করে যে তার মা নেই, তখন সে দিশেহারা হয়ে ওঠে। মার কথা মনে পড়লেই তার দম বন্ধ হয়ে আসে। শুধু মায়ের ফিরে আসার গল্প সবাইকে বলতে থাকে। মায়ের জন্য সে খুবই কষ্ট অনুভব করে। তাই সে তার কষ্টের কথা কাগজে লিখতে শুরু করল:

প্রিয় মা, এভাবে চলে যাবে কখনও ভাবতে পারি নি। কেনইবা তুমি আমার জীবনে অতিথী পাখি হয়ে এসেছিলে? কেন তুমি তোমর মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা ও আদার দিয়ে আমাকে আপন সন্তান রূপে কাছে টেনে নিলে, নিজের দুঃখ-কষ্ট এমনকি সবকিছু দিয়ে কেনইবা আমাকে প্রাণ ভোমরা বানালে। আমি যে এখন তোমায় ছাড়া থাকতে পারছি না। তোমাকে ছাড়া আমার প্রতি মুহূর্তই যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে উঠছে। মা, একবারও কী আমার কথা মনে পড়ে না? আমি প্রতিদিন তোমার ছবি বুকে নিয়ে ঘুমাই। কেউ আমাকে আর ভাত খাইয়ে দেয় না। কেউ আমাকে তোমার মতো করে ভালবাসে না। আমি কাকে গিয়ে বলব, মধুর আমার মায়ের হাসি, চাঁদের মুখে ঝড়ে, মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে।"

বিশ্বাস করি মা তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। সত্যি মা জীবনের অমূল্য সম্পদ। মা ছাড়া সন্তানের জীবন নিথর-নিশ্চল। মা আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও অকৃত্রিম বন্ধু। মা ও সন্তানের সাথে নাড়ীর সম্পর্ক রয়েছে যা অবিচ্ছেদ্য ও শাশ্বত। সত্যিই প্রয়োজনীয় প্রিয় জিনিসটি ছাড়া মানুষের জীবন অনেকটা অচল, বিষময় হয়ে দাড়ায় তেমনি মায়ের সম্পর্ক ব্যতীত সন্তান তার জীবনে অন্ধকার অনুভব করে। তাই এই মা দিবসে সকল মাকে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানাই। আমরা যেন আমাদের মায়েদের প্রতি আরও যত্নশীল ও হৃদয়বান হই। প্রতিটি মা যেন সন্তানের কাছ থেকে স্নেহ-ভালবাসা পায়। পৃথিবীর সকল মা যেন সুখে জীবন অতিবাহিত করতে পারে॥ ❑

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

ডাক্তার ভিগো অলসনের মহাপ্রয়াণ

আর্তের সেবক নিবেদিত প্রাণ ডাক্তার ভিগো অলসন চলে গেলেন না ফেরার দেশে, রেখে গেলেন তার মানবতার নিদর্শন "মেমোরিয়াল খ্রিস্টান হাসপাতাল"। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বছরে ডাক্তার সাহেব চট্টগ্রামে এসে দেখতে পান যে ধ্বংসের চট্টগ্রামে চিকিৎসার প্রকট অভাব। আমেরিকায় শল্য বিদ্যায় প্রশিক্ষণ নিয়ে ৩৩ বৎসর সার্জারিতে বিনা মূল্যে ও পারিশ্রমিকে আফ্রিকায় সেবা শেষ করে আসেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। তার পরিবারের সদস্যের জটিল সার্জারীর দরকার হয়, সারা চট্টগ্রামে চিকিৎসার ব্যাবস্থা না করতে পেরে, অনেক কষ্টে ঢাকায় আসেন এবং সার্জারীর পর তাকে বাঁচানো যায় নাই।

যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রদূত এনায়েত করিমের সাথে বিষদভাবে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধু দেশের চিকিৎসা সেক্টরের অবস্থা দেখে শঙ্কিত অবস্থায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ডাক্তার অলসনকে বাংলাদেশে এসে শল্য বিদ্যার সেবার জন্য ভিসা দেন। ডাক্তারের ভিসার নম্বর ছিল ০০১। ডাক্তার অলসন আমেরিকায় গিয়ে তার লং আইল্যান্ডের হাসপাতালের উচ্চ বেতনের সার্জারীর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে আর্তের সেবায় ওয়ার্ল্ড চার্চের সহযোগিতায় চট্টগ্রামে আসেন ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে।

চট্টগ্রাম থেকে সড়ক পথে কক্সবাজার যেতে চকরিয়া উপজেলার মালুমঘাট এলাকার হাতের ডান দিকে লাল ইটের আধুনিক ছয়তালা মেমোরিয়াল খ্রিস্টান হাসপাতালটি চোখে পড়ে। বৎসরে হাসপাতালের বহির্বিভাগে ৩০-৩৫ হাজার মানুষ চিকিৎসা নেয়। বছরে তিন হাজারের মতো অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে। ১৯৬৬ সাল থেকেই হাসপাতালের চিকিৎসার যাত্রা শুরু হয়। ডাক্তার অলসনের ও তার স্ত্রীর দর্শন ছিলো প্রভু যিশুর ন্যায় মনুষ্যবোধের জাগরণ ও সেবা।

ষাট দশকে দক্ষিণাঞ্চলের এই জায়গায় ছিল ঘন বন ও জঙ্গল। এলাকায় ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েডের প্রকোপ ছিল ব্যাপক এবং বিনা চিকিৎসায় অনেকে মারা যেত। সড়কের পাশে দুর্ঘটনায় অনেকে মারা যেত। সড়কের পাশে দুর্ঘটনায় আহত ব্যাক্তিদের চিকিৎসা সেবা পাওয়া ছিল দুস্কর। খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতাল আহত ব্যাক্তিদের চিকিৎসার জন্য অনেক সুনাম অর্জন করতে পেরেছে।

খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালটি যেখানে স্থাপিত হয়েছিল সেটা গভীর জঙ্গল। দশকের পর দশক, আন্তরিক সেবা ও শুশ্রুসা দিয়ে ডা. অলসন অর্জন করেছেন জনগণের আস্থা ও শ্রদ্ধা। খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালটি সর্বদাই প্রভু যিশুর মঙ্গলবাণীর আলোকে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রভু যিশুর ভালবাসা ও মমত্ববোধ।

বিশ্বখ্যাত সার্জন ও তার সেবার মাধ্যমে হয়েছেন "ডাক্তার ডিপ্লোমেট"। সম্প্রতি তিনি দেহ ত্যাগ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন খ্রিস্টীয় প্রেম ও মানবিকতা বোধের দর্শন। খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালটি স্থাপন করেন, বনের জায়গা ইজারা নিয়ে। পরে বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে আসে এবং ২৫ একর জমি ডা. অলসনকে দান করে। বর্তমানে চারতলা হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে, পাঁচ জন আমেরিকান চিকিৎসকসহ ৫ জন দেশীয় ডাক্তার ও সার্জেন্ট দিন রাত কাজ করে চলেছেন।

খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালের সব বিভাগেই সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনার ছাপ পাওয়া যায়। সেবার মান খুবই উন্নত এবং সবই বিনামূল্যে হয়ে থাকে। বিদেশি ডাক্তারগণ ও দেশীয় ডাক্তারগণ, নার্সগণ খুবই নিবেদিতভাবে রোগীদের সেবা দান করে চলেছেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়, সারা চট্টগ্রাম বিভাগের আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দান করেছে। অনেক গুলিবিদ্ধ যোদ্ধাদের অস্ত্রোপ্রচার করে প্রাণ বাঁচিয়েছেন হাসপাতালের সেবারত চিকিৎসকগণ ও নার্সগণ। বিদেশী চিকিৎসকদের সে সময় এসব এলাকায় থাকা নিষিদ্ধ ছিল, তাদের কোন ভিসা দেয়া হতো না। সে সময় অতি সিমিত চিকিৎসক ও নার্সদের নিয়ে চিকিৎসা সেবা চলেছে। বিগত দুই বছরের মহামারির সময়ও আলাদা বিভাগ খুলে করোনার চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

দুবছরের মহামারির কালে কোন কর্মচারীর চাকুরি যায় নাই। কোন বেতন কাটা হয় নাই। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ সবসময় ২৪ ঘন্টা খোলা রয়েছে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। বর্তমানে যে কোন দুর্ঘটনার রোগী আসলে প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দেয়া হয়। না হলে এম্বুলেন্সে স্থানান্তরিত করা হয়, প্রয়োজনে হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হয়। হাসপাতালে তাই রয়েছে "হ্যালিপ্যাড"।

বর্তমানে হাসপাতালে দক্ষতার সাথে আছে জেনারেল সার্জারি, অর্থপেডিক সার্জারি, প্রসূতি বিভাগ ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিভাগ। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য এই খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালটি এক ভরসা। মানব সেবার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত এই সংঘাতময় বিশ্বে ঈশ্বরের ভালবাসার আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে। শান্তি স্থাপিত হচ্ছে। (সূত্র : ডাক্তার ডিপ্লোমেট ইন বাংলাদেশ) ❑

ভুল সংশোধন

অনিচ্ছাকৃত ভাবে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সংখ্যায় ১৪২৯ বঙ্গাব্দের স্থলে ১৪২৮ বঙ্গাব্দ এবং ১৭ সংখ্যায় সম্পাদকীয়'র দ্বিতীয় লাইনে দ্বিতীয় রবিবারের স্থলে প্রথম রবিবার মুদ্রিত হওয়ার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

- সম্পাদক

পুনরুত্থিত যীশু, এই সভাতে এসো
আমাদেরই মাঝে, আসন পেতে বসো

১। যেমনি এসেছিলে জাখেয়ের বাটিতে
দিয়েছ পরিত্রাণ, অভাজন অধমে (২)
(আজ) তেমনি হৃদি মাঝে, অধিকার নিয়ে এসো।
ভীত-সন্ত্রস্ত শিষ্যদের অন্তরে (পেল)
শান্তি-শক্তি, রুদ্ধ করা দ্বারে॥

২। সেবিত পূজিত হতে, মার্থা মেরীর ঘরে
এসেছিলে তুমি অতিথি স্বরূপে (২)
(আজ) বাণী রূপে বস, অঞ্জলি দেব এসো॥

রচনা ও সুরঃ ফাদার মুকুল আন্তনী মণ্ডল

II {	সা	সা	সা	সা	সা	ন্া	রা	রা	া	া	া	া
	পু	ন	রু	থি	ত	০	যী	শু	০	০	০	০
	সরা	গা	গা	গা	গা	রা	মা	মা	া		া	া
	এ০	ই	স	ভা	তে	০	এ	সো	০	০	০	০
	পা	পা	পা	পা	পা	ক্ষ	পা	া	া	া	া	মগা
	আ	মা	দের	ই	মা	০	ঝে	০	০	০	০	০
	গা	গা	া	রা	রা	া	ন্রা	সা	া	II সা	া	া }
	আ	স	ন্	পে	তে	০	ব০	সো	০	০	০	০
II {	পা	ধা	না	র্সরা	র্রা	র্গরা	না	র্সা	া	া	া	া
	যে	ম্	নি	এ	সে	০	ছি	লে	০	০	০	০
	ধা	না	র্সা	র্রা	না	ধা	পা	া	া	া	া	া
	জা	খে	য়ে	র্	বা	টি	তে	০	০	০	০	০
	ধা	পা	মা	গা	না	গা	পা	া	া	া	া	া
	দি	য়ে	ছ	প	রি	০	ত্রা	০	০	০	০	ণ্
	ধা	না	র্সা	র্রা	না	র্রা	র্সা	া	া	না	ধা	পা }
	অ	ভা	জ	ন্	অ	ধ	মে	০	০	[র্সা	া	পা]II
										০	০	(আজ)
	র্সা	া	র্সা	না	না	া	ধনা	ধা	া	া	া	া
	তে	ম্	নি	হৃ	দি	০	মা০	ঝে	০	০	০	০
	মা	মা	মা	মা	গা	রা	পা	পা	া	া	া	া
	অ	ধি	কা	র্	নি	য়ে	এ	সো	০	০	০	০
	পা	পা	পা	পা	পা	ক্ষ	পা	া	া	া	া	মগা
	আ	মা	দের	ই	মা	০	ঝে	০	০	০	০	০ ০
	গা	গা	া	রা	রা	া	ন্রা	সা	া	া	া	া
	আ	স	ন্	পে	তে	০	ব০	সো	০	০	০	০
{	মা	মা	মা	া	মা	গা	পমা	া	া	া	া	া
{	ভী	ত	স	ন্	ন্ত্র	স্	এ	০	০	০	০	
	পা	া	পা	পা	পা	ক্ষ	ধা	পা	া	া	পা	পা
	শি	০	ষ্য	দের্	অ	ন্	ত	রে	০	০	পে	ল

সা	রা	গা	া	মা	ধা	পা	া	া	া	া	া
শা	ন্	তি	০	শ	ক্	তি	০	০	০	০	০
গা	া	গা	র্‌া	রা	া	ন্‌রা	সা	া	া	া	া}
রু	দ্	ধ	ক	রা	০	দ্বা০	রে	০	০	০	০}
II{পা	ধা	র্সরা	র্সরা	র্রা	র্গরা	না	র্সা	া	া	া	া
{সে	বি	ত	পু	জি	ত	হ	তে	০	০	০	০
ধা	না	র্সা	র্রা	না	ধা	পা	পা	া	া	া	া
মা	র্	থা	মে	রী	র্	ঘ	রে	০	০	০	০
ধা	পা	মা	গা	রা	গা	পা	া	া	া	া	া
এ	সে	ছি	লে	তু	০	মি	০	০	০	০	০
ধা	না	র্সা	র্রা	না	র্রা	র্সা	া	া	না	ধা	পা}
অ	তি	থি	০	স্ব	রূ	পে	০	০	[র্সা	া	পা]II
									০	০	(আজ)
র্সা	া	র্সা	না	না	া	ধনা	ধা	া	া	া	া
বা	০	ণী	রূ	পে	০	ব০	স	০	০	০	০
মা	া	মা	মা	গা	রা	পা	পা	া	া	া	া
অ	ন্	জ	লী	দে	ব	এ	সো	০	০	০	০
পা	পা	পা	পা	পা	ক্ষ	পা	া	া	া	া	মগা
আ	মা	দের্	ই	মা	০	ঝে	০	০	০	০	০০
গা	গা	া	রা	রা	া	ন্‌রা	সা	া	া	া	া
আ	স	ন	পে	তে	০	ব০	সো	০	০	০	০

Catholic Bishops' Conference of Bangladesh

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি)-এর সুবর্ণ জুবিলী উৎসবে আমন্ত্রণ
২৭ মে, শুক্রবার, ২০২২

আমরা অতীব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) যা স্বাধীন বাংলাদেশে **১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ২০২১ খ্রিস্টাব্দে একসাথে যাত্রার ৫০ বৎসর পূর্ণ করেছে।** ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে এ আনন্দঘন সুবর্ণ জুবিলী মহা আড়ম্বরের সাথে আগামী ২৭ মে, রোজ শুক্রবার, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সিবিসিবি সেন্টার, ২৪/সি আসাদ এভেনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ পালন করা হবে। একই সাথে সিবিসিবি সেক্রেটারিয়েট ও সিবিসিবি সেন্টার প্রতিষ্ঠারও ২৫ বৎসর উদ্‌যাপন করা হবে।

সকালের অধিবেশন মূলত সেমিনার যা সিবিসিবি সেন্টারে নির্দিষ্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। আর বিকালে পবিত্র জপমালা রাণী গীর্জা, তেজগাঁও-এ জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হবে যা সকলের অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বাংলাদেশের সকল বিশপগণ এ প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকবেন।

জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রন জানাই।

ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ
আহ্বায়ক
সিবিসিবি সুবর্ণ জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

ফাদার তুষার জেমস গমেজ
সেক্রেটারী
সিবিসিবি সুবর্ণ জুবিলী উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় কমিটি

জুবিলীর প্রোগ্রাম

সকাল ৯:০০-দুপুর ১:৩০ মিনিট	সিবিসিবি সেন্টার	সেমিনার
বিকাল ৪টা - সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট	পবিত্র জপমালা রাণী গীর্জা, তেজগাঁও	ডকুমেন্টারী প্রদর্শনী ও জুবিলীর মহাখ্রিস্টযাগ

ঈশ্বর যিনি সবাইকে ভালবাসেন

ব্রাদার শিমিয়ন রংখেং সিএসসি

গ্রামের নাম সোহাগপুর। চার বন্ধুর মধ্যে কাজল ও আকাশের (ছদ্মনাম) সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। পড়াশোনাতেও মেধাবী। তাদের এই চারজনের বন্ধুমহলে তারা গ্রামের সবার কাছেই বেশ সুপরিচিত। কাজল ও আকাশের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হলেও কয়েকদিন ধরে তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কের ধারাবাহিক দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। কাজল একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। নিয়মিত গির্জা-প্রার্থনায় যোগদান করে। গির্জার বিভিন্ন কাজে, অনুষ্ঠানে যোগদান ও সহযোগিতা করে। এতে করে কাজল দিনে দিনে আরও সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে লাগলো। কাজলের এই ভাল কাজটা আকাশকে ঈর্ষান্বিত করে তুললো। আকাশ কাজলকে প্রায়ই নিয়মিত গির্জা-প্রার্থনায় যোগদান, গির্জার বিভিন্ন কাজে, অনুষ্ঠানে যোগদান ও সহযোগিতা করতে নিরুৎসাহিত করে। কাজল ভাল মনের মানুষ অপর দিকে আকাশ সম্পূর্ণ তাঁর বিপরীত স্বভাবের মানুষ। কাজল গ্রামের সবাইকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে ও সবার সাথেই ভাল এবং সুন্দর ব্যবহার করে। আর আকাশ সবার সাথে ভাল ও সুন্দর ব্যবহার করা তো দূরের কথা কাউকেই সহযোগিতা করে না। এভাবেই তাদের দিনকাল পার হতে লাগলো। সবার যার যার সংসার, পরিবার নিয়ে ব্যস্ততায় দিন যাপন করতে লাগলো। কাজল আগের মত করেই নিয়মিত গির্জা-প্রার্থনায় যোগদান করে। গির্জার বিভিন্ন কাজে, অনুষ্ঠানে যোগদান ও সহযোগিতা করে, গ্রামের সবাইকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করে ও সবার সাথেই ভাল এবং সুন্দর ব্যবহার করে। কিন্তু আকাশের কোন পরিবর্তন হলোনা। দিনে দিনে তারা বৃদ্ধ বয়সে পরিণত হতে লাগলো। কোন একদিন আকাশ তার রুমের মধ্যে বিছানার পাশে থাকা এক চেয়ারে আরাম করে বসে নিজের জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ করছিল। চিন্তা করছিল তার জীবনের সুখ ও সফলতার কথা। মনে মনে নিজের জন্য গর্ববোধ ও আনন্দিত বোধ করছিল। কারণ সে নিয়মিত গির্জা-প্রার্থনায় যোগদান না করে, গির্জার বিভিন্ন কাজে, অনুষ্ঠানে যোগদান, কাউকে সহযোগিতা না করে ও সবার সাথে ভাল এবং সুন্দর ব্যবহার না করেই জীবনে অনেক সুখ ও সফলতা পেয়েছে। জীবনে পেয়েছে আরাম-আয়েশ। আকাশ তার জীবনের সাথে তার বন্ধু কাজলের জীবন তুলনা করে দেখছিল, বেচারা কাজল জীবনে সকল প্রকার ভাল কাজ করেও ঐ আমার মতোই করে জীবন কাটালো, কই আমার চাইতে তো কাজল এত বেশী জীবনে সুখ বা আরাম পাইনি? আকাশ মনে মনে ভাবলো কী লাভ ভালো কাজ করে? বরং সে কাজলের জন্য আপসোস করতে লাগলো। আর নিজেকে ধন্য মনে করলো। তারপর সে মনের আনন্দে টেবিলে থাকা একটি বই পড়ার বায়না করে পড়তে শুরু করলো। বইয়ের মাঝখানের পাতা উল্টোতে গিয়ে তার চোখ আটকে গেল। সেই পাতায় লেখা ছিল "ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান। ধনী-গরীব, এমনকি ভাল-খারাপ যেই ধরনের লোক হোক না কেন! ঈশ্বর সবাইকে ভাল কাজ করতে সুযোগ দেন। সমস্যা হচ্ছে আমাদের মানুষের, আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই আর ভাল কাজ করিনা ও অন্যের ভাল কাজকে সহ্য করতে পারিনা। পৃথিবীতে যারা ভাল কাজ করে, তারা স্বর্গরাজ্যে স্থান পাবে কিন্তু যারা খারাপ কাজ করে, তাদের ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতেই হবে"। এই লেখা পড়ে আকাশের মন খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ করে বইটির নামে চোখ বুলালো প্রচ্ছদে বইটির নাম ছিল 'ঈশ্বর যিনি সবাইকে ভালবাসেন'॥ ❑

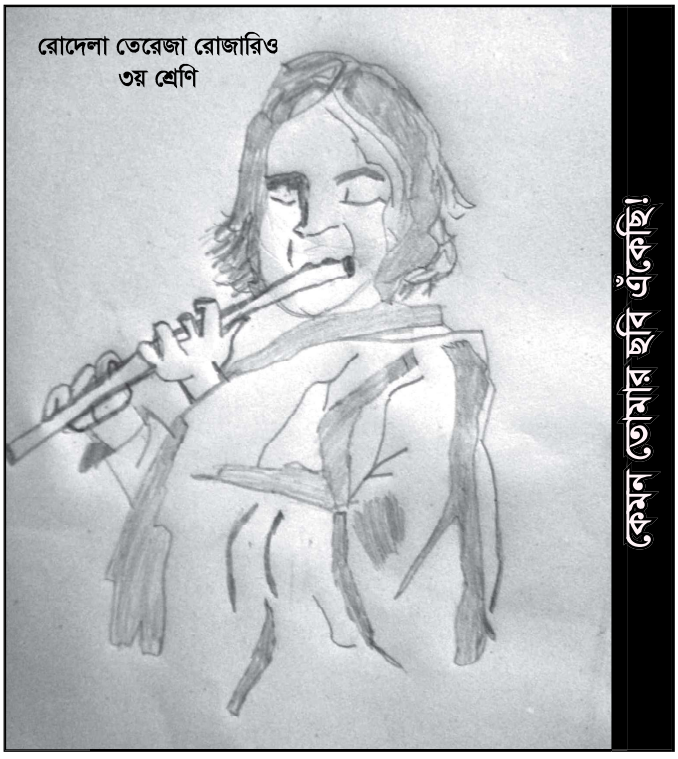

রোদেলা তেরেজা রোজারিও
৩য় শ্রেণি

নিরঞ্জন কড়চা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

নিরঞ্জন চিসিম সে;
এমন কিসিমের লোক হে,
ভোর বেলায় চা না খেয়ে;
খায় ফান্টা কোক হে!
উজ্জ্বল, জন তাই;
বলে বেঞ্জামিনকে,
লোকটা মুটে যাচ্ছে;
দেখ দিনে দিনকে।
সুশান্ত বলে হেসে;
তাতে কা'র হবে কী?
নিরঞ্জন কিছু জানে;
সেটা কেউ ক'বে কি?
তার মতো সে চলে;
আইন টাইন মানে না,
হেনরী বলে, গান ছাড়া;
কিছুই সে জানে না।

সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতেমা রাণীর পর্ব উদ্‌যাপন

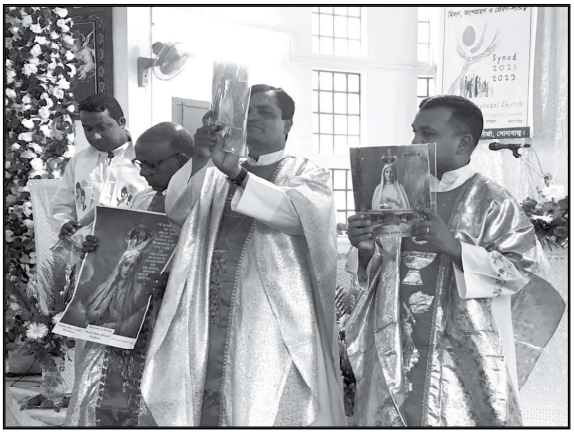

গত ১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকা ফাতেমা রাণীর পর্ব অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণতায় উদ্‌যাপিত হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে বিগত দুটি বছর ফাতেমা রাণীর স্মরণে পর্বোৎসব পালিত না হলেও এ বছর মহাধূমধামে পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন শুলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা, তুইতাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্টেনিসলাউস, ফাদার লিয়ন রোজারিওসহ আরও দুজন ফাদার। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে বিগত বছরের তুলনায় এ বছর দ্বিগুণ খ্রিস্টভক্ত তথা প্রায় এক হাজার ছয়শত জন খ্রিস্টভক্ত সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পর্বীয় ভাবগাম্ভীর্যতা আনয়নে প্রায় দুই সপ্তাহব্যাপী উপাসনা কমিটি, ফাদার পংকজ রড্রিক্স, ফাদার লিয়ন রোজারিও, সিস্টার জেনেভি এসএমআরএ, ফেবিয়ান মিলন গমেজ, উৎপলা গমেজ, সীতা গমেজ ও সোনাবাজু কাথলিক সংঘের সদস্যসহ সকলের নিরলস প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর ও তাৎপর্যময় পর্ব উৎসব উদ্‌যাপন করতে সহায়তা করে।

কাথলিক মণ্ডলীর উৎসর্গকৃত পবিত্র খ্রিস্টযাগে ধর্মীয় গান একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। খ্রিস্টযাগের অংশ হিসেবে সোনাবাজুতে পর্বীয় খ্রিস্টযাগে ধর্মীয় গান পরিবেশন ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। খ্রিস্টযাগে গানের দলের গান পরিবেশনে দেশীয় হারমোনিয়াম, তবলার সঙ্গে আধুনিক কী-বোর্ড ও গীটার বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্মীয় সঙ্গীতকে তুলে এনেছে নতুনত্বে ও অনন্য মাত্রায়। গান পরিচালনা কমিটি ও সোনাবাজু যুব সমাজ অত্যন্ত পবিত্রভাব বজায় রেখে সাবলীল গান পরিবেশন করেন যা উপস্থিত খ্রিস্টভক্তদের হৃদয়ে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। গান পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন ফেবিয়ান মিলন গমেজ, আরতি গমেজ, উৎপলা গমেজ, প্রনয় গমেজ, সীতা গমেজ, শিমুল গমেজ, পার্থ গমেজ, প্রিয়ন্তি গমেজ ও প্রেম গমেজ।

পর্বীয় অনুষ্ঠানে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিক্স, সহযোগিতায় ছিলেন সোনাবাজু ফাতেমা রাণী সমাজ ও সোনাবাজু কাথলিক সংঘ। ফাতেমা রাণী সমাজের মাদ্বর প্রধান জেভিয়ার বাবুল গমেজ, সদস্য- আন্তনী গিলবার্ট গমেজ, হিলারী গমেজ, জুলিয়ান ডি'কস্তা, শেখর গমেজ, আন্তনী গমেজ, উৎপলা গমেজ, মিনু ডি'কস্তা, উপদেষ্টা- ধীরেন গমেজ ও যোয়াকিম ডি'কস্তা প্রমুখ। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় পর্বীয় আনুসাঙ্গিক কাজগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। খ্রিস্টভক্তদের মনে আরও নজরকাড়ে মা-মারীয়ার গ্রটো যা সোনাবাজু কাথলিক ছেলে-মেয়েদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় ফাতেমা ভক্তদের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। গির্জার সাজসজ্জায়, গান পরিবেশন ও খ্রিস্টযাগের আনুসাঙ্গিক কাজে তাদের সহায়তায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে পর্বীয় খ্রিস্টযাগের ভাবগাম্ভীর্যতা।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগের পর এবারেই প্রথম সকল খ্রিস্টভক্তদের জন্যে দুপুরে উন্মুক্ত আহারের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা থেকে অনেক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ ছিল আরও চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে বটমলী হোম-এর সিস্টার ও মেয়েদের উপস্থিতি, সেমিনারীয়ানবৃন্দ, বিভিন্ন নেতৃবৃন্দদের উপস্থিতি সোনাবাজুর জন্যে বয়ে আনে আনন্দ। পর্বে 'স্বর্ণশীর্ষ' নামে স্মরণিকা প্রকাশিত হয় এবং স্মরণিকা হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা সোনাবাজু কাথলিক সংঘের ব্যবস্থাপনায় দুপুরের আহারের ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া আঠারগ্রাম কল্যাণ সমিতি, মনিপুরীপাড়া কল্যাণ সমাজ ও দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ, দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ঢাকা, সোনাবাজুর প্রবাসী সকল খ্রিস্টভক্তগণসহ আরও অনেকের সহায়তা করেন। প্রায় হাজারখানেক খ্রিস্টভক্ত দুপুরের আহারে অংশগ্রহণ করেন। সোনাবাজুর প্রতিটি পরিবারেই পর্বীয় অনুষ্ঠানের পর খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকারী সকল খ্রিস্টভক্তদের জন্যে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন এবং এতে সকলেই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লী ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বান্দুরা, নবাবগঞ্জ; আঠারগ্রাম অঞ্চলের শেষ খ্রিস্টান পল্লী হিসেবে বিবেচিত। সোনাবাজু হতে পদ্মা নদীর দূরত্ব মাত্র পনের মিনিটের রাস্তা। উপ-ধর্মপল্লীটি প্রাকৃতিক পরিবেশে নিভৃত একটি পল্লী। ধর্মপল্লীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা খুবই সহজ ও আরামদায়ক হওয়ায় খ্রিস্টভক্তদের পর্বীয় অনুষ্ঠান ছাড়াও সামাজিক সকল অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়। সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ আগামী বছরগুলোতে মা মারীয়ার কৃপায় ফাতেমা রাণীর বিশেষ আশীর্বাদ পেতে পর্বীয় অনুষ্ঠানে সকলকে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করেন।

বিজ্ঞ/১৫২/২২

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রীস্টজ্যোতি পালকীয় সেবাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০২২

উত্তম ফিলিপ ক্রুশ ▯ বিগত ২৫-৩০ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সিবিসিবি খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ ২০২২" রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের খ্রীস্টজ্যোতি পালকীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সিবিসিবি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে দেশের প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ এবং কারিতাস বাংলাদেশের আটটি আঞ্চলিক কার্যালয় তথা প্রধান কার্যালয়ের অংশগ্রহণে মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৬৪ জন।

সম্বোর্ধনা ও উদ্বোধন: প্রশিক্ষণের প্রথমেই ছিল স্বাগতিক ধর্মপ্রদেশ রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনা ও বরণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে, তিলক-চন্দন পরিয়ে, পুস্পাঞ্জলি হাতে দিয়ে এবং নাটোরের ঐতিহ্যবাহী কাঁচাগোল্লা খাওয়ানোর মধ্যদিয়ে সকল অংশগ্রহণকারীকে বরণ করে নেয়া হয়। সেদিন সান্ধ্য আহারের পর পরই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় উদ্বোধনী পর্ব। এই পর্বে প্রথমেই ছিল প্রদীপ প্রজ্বলন এবং এখানে অংশ নেন সিবিসিবি সংলাপ কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, স্বাগতিক ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং তাঁদের সাথে সিবিসিবি সংলাপ কমিশন, আটটি ধর্মপ্রদেশ ও কারিতাস আটটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিনিধি। অতঃপর সবাইকে সুস্বাগতম ও শুভেচ্ছা জানান সিবিসিবি সংলাপ কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও; এই প্রশিক্ষণের জন্য রাজশাহী পালকীয় কেন্দ্র বেছে নেবার জন্য সিবিসিবি কমিশনের সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পালকীয় কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বাবলু কোড়াইয়া শুভেচ্ছা ও দিকনির্দেশনামূলক কিছু কথা বলার পর পরই সিবিসিবি সংলাপ কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই 'বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-সম্প্রীতির পরিবেশ' এর উপর কথা বলার পর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এবং প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এর পরের দিন স্বাগতিক ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও মহোদয়ের পৌরহিত্যে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গে অংশ গ্রহণ করেন সবাই।

জাতীয় এই প্রশিক্ষণের মূলসুর কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ উপস্থাপকগণ উপস্থাপনা রাখেন তথা সেসন পরিচালনা করেন। আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্পর্কে উপস্থাপন করেন ফাদার কাকন এন কোড়াইয়া; দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিল "অখ্রীষ্টান ধর্মসমূহের সঙ্গে মণ্ডলীর সম্পর্ক' এই বিষয়ে এবং এর উত্তরকালীন ঐশতত্ত্ব এর উপর সহভাগিতা করেন ফাদার প্যাট্রিক গমেজ; "প্রাত্যহিক জীবন বাস্তবতায় সংলাপ" এর উপর সহভাগিতা করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, "সংলাপ সম্পর্কে শিক্ষা ও কার্যক্রম, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ" এর উপর সহভাগিতা করেন ফাদার অজিত কস্তা ওএমআই। এছাড়া "আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আধ্যাত্মিকতা" এর উপর সহভাগিতা করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, "সংলাপের উপর এশীয় ধর্মতত্ত্ব ও এশীয় মণ্ডলীর দলিলসমূহ" বিষয়টির উপর উপস্থাপনা রাখেন ফাদার প্রলয় ক্রুশ, "অন্যান্য ধর্মের প্রতি খ্রিস্ট মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গি"র উপর আলোচনা করেন ফাদার ইম্মানুয়েল কে রোজারিও, ভিকার জেনারেল, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। তাছাড়া বাস্তবজীবন ভিত্তিক সংলাপের উপর জীবন অভিজ্ঞতা সহভাগিতা করেন ফাদার বব, এমএম এবং সামশন হাঁসদা, সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

'বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব' বিষয়টিও ছিল প্রশিক্ষণের একটি বিষয়বস্তু। এখানে ইসলাম ধর্মের আলোকে সহভাগিতা করেন জনাব মো: আব্দুলাহ আল্ মাহমুদ, প্রভাষক, মতিহার কলেজ, রাজশাহী এবং সনাতন ধর্মের আলোকে সহভাগিতা করেন ড. হরিপ্রসাদ সিংহ, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বক্তাগণ মূলত প্রত্যেকেই তাদের ধর্মের মূলনীতি শান্তি ও সম্প্রীতির কথা বলেন। এছাড়াও অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল ৫টি দলের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর উপর দলীয় আলোচনা এবং নাট্যাভিনয়ের মধ্যদিয়ে প্রতিবেদন তথা আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উপর একদম বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি দলের ঘটনা উপস্থাপন ছিল একক; কোনটার সাথেই মিল ছিল না। প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও সৃজনশীল কর্মসূচি। এছাড়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ছিল শিক্ষা-সফর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অনুভূতি প্রকাশ ও সহভাগিতা।

ছয়দিন ব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক প্রশিক্ষণের শেষ দিনে ছিল 'সমগ্র প্রশিক্ষণের সার-সংক্ষেপন এবং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ'; আর এতে সহভাগিতা করেন দীপক এক্কা, কর্মসূচি কর্মকর্তা (ডিএম), কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল। এর পরপরই মূল্যায়ন পর্বে অংশগ্রহণকারীগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রশিক্ষণ কর্ম-কাণ্ডের উপর গঠনমূলক মূল্যায়ন করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য কয়েকটি প্রস্তাবও রাখেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে চলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং পরপরই সক্রিয়ভাবে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী ভাইবোনকে সার্টিফিকেট প্রদান করেন সিবিসিবি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। সিবিসিবি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ মহোদয়ের পক্ষেই তিনি সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

সবশেষে বলা যায় যে, প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ফাদার প্যাট্রিক গমেজ, প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক জাতীয় প্রশিক্ষণ এবং সেক্রেটারী, সিবিসিবি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন এবং সহকারী সেক্রেটারী, সিবিসিবি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন সিস্টার সবিতা কস্তা সিআইসি। প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় সংলাপ কমিশনের সদস্য সদস্যাবৃন্দ। সিবিসিবি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন, বাংলাদেশ, ছয়দিনব্যাপী এই বার্ষিক প্রশিক্ষণটির আয়োজন করে॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

জুলাই মাসে পোপ ফ্রান্সিস কানাডা যাচ্ছেন

গত শুক্রবার (১৩/৫) ভাটিকানের প্রেস অফিস জানিয়েছে, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আগামী ২৪-৩০ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ কানাডা পরিদর্শনে যাচ্ছেন। এ সময়ে তিনি এডমনটন, ক্যুইবেক ও ইক্যালি শহরগুলিতে ভ্রমণ করবেন। কানাডার সরকার ও মণ্ডলীর আমন্ত্রণে তিনি এ সফরে যাচ্ছেন। সম্প্রতি পোপ মহোদয় কানাডার আদিবাসী প্রতিনিধি দলগুলোর সাথে ভাটিকানে মিটিং করেন। মেটিস ও ইন্যুই প্রতিনিধিদের সাথে যথাক্রমে ২৮ ও ৩১ মার্চ দেখা করেন এবং উপরোক্ত প্রতিনিধি দলগুলোসহ কানাডার বিশপ সম্মিলনীর প্রতিনিধি দলের সাথে একসাথে দেখা করেন ১ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দে। এদিকে কানাডার বিশপগণ পোপ মহোদয়ের সফরকে স্বাগতম জানিয়ে বিবৃতি দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন॥

নতুন সাধুসাধ্বীদের মতো এসো ঈশ্বরের স্বপ্নে আনন্দে বাস করি

গত রবিবার (১৫/০৫) সাধু পিতরের চত্বরে সাধুশ্রেণীভূক্তকরণ উপলক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ৫০ হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরকে উৎসাহিত করে বলেন, নতুন ঘোষিত সাধুসাধ্বীদের জন্য ঈশ্বরের যেমনি স্বপ্ন ছিল তেমনি আমাদের জীবনকে নিয়েও তাঁর স্বপ্ন রয়েছে। আনন্দের সাথে সে স্বপ্নকে স্বাগতম জানাতে এবং প্রতিদিনকার জীবনে সে স্বপ্ন অনুযায়ী জীবনযাপন করার আহ্বান করছেন।

উপাসনার শুরুতেই পোপ মহোদয় নতুন ১০জন সাধুসাধ্বীর নাম ঘোষণা করেন। তারা হলেন- টিটাস ব্রাণ্ডস্মা, লাজারুস দেবাসাহায়াম, চেজার দি বোস, লুইজি মারীয়া পলাসছো, জুস্টিনো মারীয়া রোসেল্লিলো, চার্লস দ্য ফুকো, মারীয়া রিভেয়ের, মারীয়া ফ্রান্সেস্কা অব যিজাস রোবার্তো, মারীয়া অব যিজাস সান্টোকানালে ও মারীয়া ডমিনিকা মান্তোভানী।

দিনের মঙ্গলসমাচার 'আমি তোমাদের যেমন ভালোবেসেছি তোমরাও পরস্পরকে অবশ্যই তেমনি ভালোবাসবে' - উল্লেখ করে পোপ মহোদয় স্মরণ করিয়ে দেন যে, খ্রিস্টের ভালোবাসা আমাদের উত্তরাধিকার। আমরা সত্যিই খ্রিস্টের শিষ্য কি না তা বোঝার চূড়ান্ত মাপকাঠি হলো তাঁর প্রেমের আদর্শ পালন।

ভালোবাসা, আমাদের খ্রিস্টত্ব নির্ধারণ করে: 'যিশু আমাদেরকে এতো ভালোবেসেছেন যে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিলেন'। একথাটি যেন আমরা কখনো ভুলে না যাই। আমাদের সক্ষমতা ও যোগ্যতাগুলো যেন আমাদের জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয় না হয় কিন্তু আমরা অযোগ্য সত্ত্বেও ঈশ্বরের নিঃশর্ত ও স্বাধীন ভালোবাসই কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠুক। পোপ মহোদয় আরো বলেন, আমাদের খ্রিস্টীয় জীবন, ধর্মীয় মতবাদ বা ভালো কাজ দিয়ে শুরু হয় না কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে সাড়া দেবার আগেই ঈশ্বর আমাদের কতটা ভালোবাসেন তা উপলব্ধির বিস্ময়বোধ থেকে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, জগৎ আমাদেরকে বোঝানোর জন্য প্রায়শই চেষ্টা যে, আমরা আমাদের কাজের জন্যই মূল্যবান কিন্তু মঙ্গলসমাচার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা ভালোবাসা পেয়েছি। তাই ভালোবাসায় থাকা আমাদের খ্রিস্টীয় পরিচয় ও শক্তির একটি সমন্বিত অংশ। ঈশ্বরের এই ভালোবাসা স্বীকার করে নেওয়া পবিত্রতা বিষয়ে আমাদের ধারণার পরিবর্তন প্রত্যাশা করে। ভালো কাজ করার জন্য অত্যধিক জোরারোপ করে আমরা পবিত্রতা বিষয়ে এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করেছি যা আমাদের নিজেদের ওপর, নিজেদের নায়কোচিত দৃঢ়তা, ত্যাগস্বীকার এবং আত্মত্যাগের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির মতো। এভাবে, আমরা পবিত্রতাকে একটি অপ্রাপ্য লক্ষ্যে পরিণত করেছি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পবিত্রতা খুঁজতে ও গ্রহণ না করে এটিকে আমরা আলাদা করে ফেলেছি।

যিশুর শিষ্য হওয়া এবং পবিত্রতার পথে অগ্রসর হওয়ার অর্থ হলো সর্বপ্রথম ও সর্বাগ্রে ঈশ্বরের প্রেমের শক্তি দ্বারা নিজেদেরকে রূপান্তরিত করা। প্রভুর কাছ থেকে যে ভালোবাসা আমরা পেয়েছি তা হলো এমন শক্তি যা আমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করে এবং আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে এবং আমাদেরকে ভালোবাসতে সক্ষম করে তুলে। আসলে ভালোবাসার অর্থ হলো সেবা করা এবং নিজের জীবনকে দান করা। সেবা করতে গিয়ে যেন আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থ না রাখি।

একজনের জীবন দিয়ে দেওয়া শুধুমাত্র নিজেদের কিছু জিনিস অন্যকে দান করা বুঝায় না। বরং নিজেদের সত্তাকে দান করা বুঝায়। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, জীবন দান করার জন্য প্রয়োজন - আমাদের স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করা, আমাদের আশেপাশে যারা আছে তাদের প্রয়োজন দেখাশুনা করা, অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা করা, অন্যদের কথা ধৈর্য সহকারে শোনা বা তাদের সাথে সময় কাটানো। এমনকি একটি ফোন কল দিয়েও পাশে থাকার ইচ্ছা করা। পবিত্রতা কিছু বীরত্বপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি দিয়ে গঠিত নয় কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের ভালোবাসার ছোট ছোট কাজগুলো দিয়েই তা রচিত।

প্রতিদিনকার ছোট ছোট কাজগুলোই অতীব ভালোবাসা সহকারে করার মধ্যদিয়ে আজকে ঘোষিত সাধুসাধ্বীগণ তাদের পবিত্রতা বা আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ করেছেন। উৎসাহ ও আনন্দের সাথেই তারা তাদের জীবনাহ্বান গ্রহণ করেছিলেন - একজন যাজক, একজন সন্ন্যাসব্রতিনী এবং একজন সাধারণ খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে। তারা তাদের জীবন মঙ্গলসমাচারের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এবং এভাবে ইতিহাসে তারা প্রভুর উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠেন। পুণ্যপিতা সকল খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আহ্বান করেন নিজেদের পবিত্রতার জীবন গঠন করতে সাধুসাধ্বীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। তবে একজনের জীবনের পবিত্রতা আরেকজনের জীবনে অনুরূপ নাও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেককে ঘিরে ঈশ্বরের যে স্বপ্ন আছে তাকে স্বাগত জানানো ও আনন্দের সাথে তা অনুসরণ করাই উত্তম। নতুন ঘোষিত এইসকল সাধুসাধ্বীগণ শান্তির সমাধানে সকলকে অনুপ্রাণিত করুক।

- তথ্যসূত্র : ***news.va***

“খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ”- ২০২২

জয়ন্ত বিশ্বাস ▯ বাংলাদেশ ক্যাথলিক স্টুডেন্টস মুভমেন্ট (বিসিএসএম) এর আয়োজনে ও কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (সিডিআই) এর সহযোগিতায় ৬টি ধর্মপ্রদেশীয় ইউনিটগুলো হতে মোট ৩০ জন সদস্যকে নিয়ে “খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ- ২০২২” এর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি ২৮ এপ্রিল থেকে ২ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট (সিডিআই), ঢাকা, মালিবাগে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিসিএসএম এর জাতীয় চ্যাপলেইন ফাদার বিকাশ জেমস্ রিবেরু সিএসসি এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসএম এর সভাপতি স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ; থিউফিল নকরেক, পরিচালক, সিডিআই। পাঁচদিন ব্যাপি প্রশিক্ষণে বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। “নেতৃত্ব ধারণা ও নেতৃত্বের গুরুত্ব” এর উপরে সেশন প্রদান করেন পলক ক্লেমেন্ট রোজারিও, সিডিআই এবং “নেতৃত্বের আচরণ, উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি প্রেরণা ও ক্ষমতা দক্ষতা “এই বিষয়ে সেশন প্রদান করেন সমিরন অর্পা কুজুর, প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী, সিডিআই।” “নারী নেতৃত্ব’ উন্নত যোগাযোগ ও দলগঠন’ এবং ‘পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ” বিষয়ের উপর সেশন প্রদান করেন প্রভা রোজারিও, সিডিআই। ‘বিসিএসএম এর কার্যপদ্ধতি’ নিয়ে আলোচনা করেন স্বপ্নীল লুইস ক্রুশ। ‘নেতৃত্ব ও মণ্ডলীতে বিসিএসএম এর ভূমিকা’ এর উপর সেশন প্রদান করেন প্যাট্রিক দৃশ্য পিউরীফিকেশন, প্রাক্তন সভাপতি, বিসিএসএম। ‘এডভোকেসি, লবিং এবং নেটওয়ার্কিং’ বিষয়ে আলোচনা করেন বিসিএসএম কার্যনির্বাহী পরিষদের উপদেষ্টা চয়ন হিউবার্ট রিবেরু। ‘দ্বন্দ্ব সমাধান’ এর উপর সেশন প্রদান করেন ফারদিনান্দ পেরেরা, সিডিআই। ‘মণ্ডলীতে যুব নেতৃত্বে বাঁধা এবং কাটিয়ে ওঠার কৌশল’ নিয়ে আলোচনা করেন বিসিএসএম এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শশী পিরিচ।

বিসিএসএম এর কার্যক্রম সাবলীলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে গোল টেবিল বৈঠক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উপস্থিত ছিলেন: প্রাক্তন সভাপতি- প্রিন্স কস্তা; শিশির রোজারিও; স্যান্ডি পিরিচ; প্যাট্রিক পিউরীফিকেশন, শশী পিরিচ, দীপন গমেজ, প্রাক্তন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য- মিসেস দিশা গমেজ এবং বর্তমান বিসিএসএম এর সভাপতি ও চ্যাপলেইনগণ।

সবশেষে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, চেয়ারম্যান, জাতীয় যুব কমিশন ‘সিনড বিশিষ্ট মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণকাজ’ এর উপরে সেশন প্রদান করেন এবং সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি; সেবাস্টিয়ান রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ; মিসেস প্রভা রোজারিও; ফাদার প্লাসিড রোজারিও, বিসিএসএম চ্যাপলেইন, সিলেট ধর্মপ্রদেশ; সিস্টার রেবা কস্তা ও স্বপ্নীল ক্রুশ। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন এবং প্রশংসাপত্র প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে “খ্রিস্টীয় নেতৃত্ব ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ- ২০২২” সমাপ্তি হয়॥

৩৭তম ডাইওসিসান যুব দিবস - ২০২২

এডওয়ার্ড হালদার ▯ “মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন *(লুক ১:৩৯)*।” এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে গত ৩-৬ মে, ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে হয়ে গেল বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের যুব দিবস। ৩৭তম যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়, ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার ধর্মপল্লী, নারিকেলবাড়ী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ। আয়োজনে যুব কমিশন বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস। ৯৮ জন ছেলে-মেয়ে, ৮ জন সিস্টার, ৮ জন ফাদার, ৮ জন এনিমেটর, স্বেচ্ছাসেবক ১৪ জন, ৩ জন রিজেন্ট, বিসিএসএম প্রতিনিধি ১ জন, কাটিখ্রিস্ট ১ জন এবং কমিশন সদস্য ৫ জন সহ মোট ১৪৬ জন যুব দিবসে উপস্থিত ছিলেন।

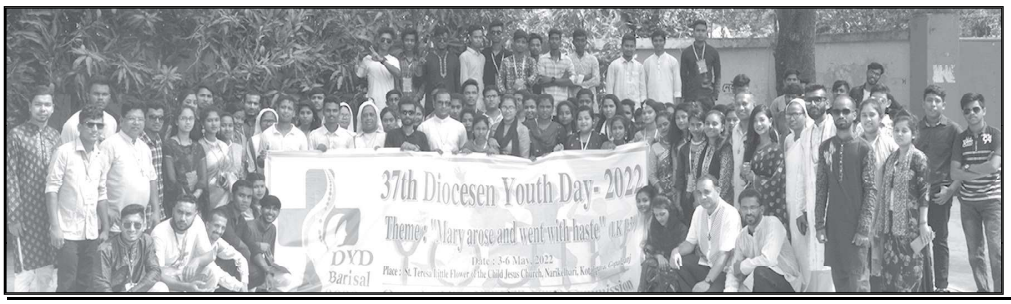

ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ, প্রৈরিতিক প্রসাশকের, প্রতিনিধি যুব দিবসে উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগের পৌরহিত্য করেন এবং ৩৭তম ডাইওসিসান যুব দিবসের উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে

আরও উপস্থিত ছিলেন নারিকেলবাড়ী ধর্মপল্লীর শ্রদ্ধাভাজন প্যারিশ কাউন্সিলের ব্যক্তিবর্গ। তাদের উপস্থিতিতে ৩৭তম যুব দিবস আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

৪ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সকালের খ্রিস্টযাগের পরে জাতীয় পতাকা ও যুব পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। ৩৭তম ডাইওসিসান যুব দিবসের লগো উন্মোচন করেন ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার, ফাদার সৈকত বিশ্বাস এবং সাথে ধর্মপল্লীর যুব প্রতিনিধিগণ। যুব দিবসে ছিল; বক্তৃতা, জীবন অভিজ্ঞতা সহভাগিতা, দলীয় আলোচনা, যুব উৎসব, সৃষ্টিশীল উপাসনা, রোজারিমালা, পবিত্র ক্রুশের আরাধনা এবং মণ্ডলীতে আমার আহ্বান এর উপর সহভাগিতা। রিসোর্স পার্সনদের পাশা-পাশি জাতীয় যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার বিকাশ রিবেরু সিএসসি এর উপস্থিতি যুব দিবসে যুবাদের উৎসাহ ও প্রাণবন্ত করেছে। তিনি তার জীবনের বাণী সহভাগিতার মধ্যদিয়ে যুবদের আরো উৎসাহ প্রদান করেন। যুব র‍্যালী ছিল যুবাদের উৎসাহের আরও একটি দিক।

বিকালের অধিবেশনে ধর্মপল্লী ভিত্তিক দলীয় আলোচনা ছিল। ধর্মপল্লীর কার্যক্রম গুলো তারা তুলে ধরেন ও ধর্মপল্লীর কাজে যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ৩৭তম ডাইওসিসান যুব দিবসের সমাপনী খ্রিস্টযাগ, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণ করেন যুব সমন্বয়কারী ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ॥

তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ দিবস পালন

ফাদার সাগর জেমস ক্রুশ ▯ গত ৭ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ দিবস পালন করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাদার আলবিন বি গমেজ। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর প্রত্যেক ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে প্রার্থনা করা হয় এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে দিবসের অনুষ্ঠান সমাপন করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত দিনের অনুষ্ঠানে ২জন ফাদার, ৪জন সিস্টারসহ ১৪টি ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের মোট ১৫০জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজ দিবস পালন করা হয়॥

খাগড়াছড়িতে পুনরুত্থান পর্ব পালন

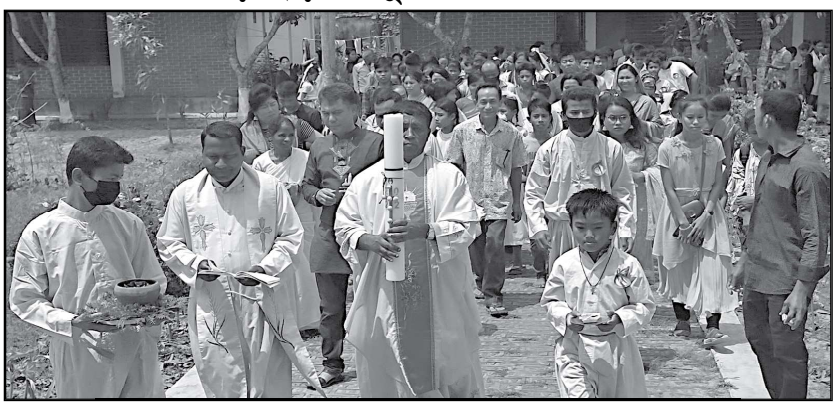

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ ▯ বিগত ১৭ এপ্রিল রোজ রবিবার খাগড়াছড়িতে অতি আনন্দের সাথে পালিত হয়েছে যিশুর পুনরুত্থান পর্ব। অত্র এলাকার ত্রিপুরা, চাকমা ও মারমা ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজের মানুষ আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসেবে উপবাস-প্রার্থনা ও দয়ার মধ্যদিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করেন। উক্ত পর্ব পালন করতে ফাদার প্রলয়, ফাদার লিয়ন ও সিস্টার ফেলিসিতা খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীতে যোগদান করেন। উক্ত দিনের খ্রিস্টযাগে মোট ৩০০ জন খ্রিস্টভক্ত যোগদান করেন। এছাড়া একই দিনে ৪৩ জন খ্রিস্টবিশ্বাসী প্রথমবারের মত খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন এবং ৩১ জন দীক্ষাস্নান সংস্কার গ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে পালপুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় এবং খ্রিস্টযাগের পর সবার মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এরপর মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

নবাই বটতলা ধর্মপল্লীতে বিশ্ব শ্রমিক দিবস ও বাবা দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া ▯ গত পহেলা মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে নবাই বটতলা ধর্মপল্লীতে বিশ্ব শ্রমিক দিবস ও বাবা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এই দিনটিতে রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগের পর বাবাদের নিয়ে অর্ধবেলার কর্মসূচি শুরু হয়। অধিবেশনের শুরুতে বাবারা একে অপরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। তারপরে গৃহিত কর্মসূচি অনুযায়ী অধিবেশন চলতে থাকে। ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া নবাই বটতলা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত তিনি তার অধিবেশনে "আমাদের *জীবনে সাধু যোসেফের গুণাবলি*" নিয়ে সহভাগিতা করেন । তিনি তাঁর সহভাগিতায় তুলে ধরেন সাধু যোসেফের সকল গুণাবলি ও তার ধৈর্য্যশীলতা গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন "পরিবারে অনেক সময় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সাথে আর্থিক কারণ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে অমিল ও ঝগড়া হতে পরে। সেই সময়গুলোতে অবশ্যই ধৈর্য্যর

সাথে বিষয়গুলি সামাল দিতে হবে।" তিনি আরো বলেন "নম্র হয়ে নতি স্বীকার কর এবং ভুলের জন্য নিজেকে আগে ছোট কর। কারণ সাধু যোসেফ নিজেই তার জীবনে এসব কিছুর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন পরিবারের পালক পিতা, পিতাদের আদর্শ ও দরিদ্রতার সাধক। তাই তার জীবন দর্শন অবশ্যই সুনিপূন ভাবে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা উচিৎ।" অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সুরশুনিপাড়া মিশনের সিস্টার আগ্নেশ এসসি ও দিদিমনিদের নেতৃত্বে নবাই বটতলা রক্ষাকারিণী মা-মারীয়ার তীর্থ স্থান দর্শন করতে আসা বোর্ডিং এর মেয়েরাও একটু সময় চেয়ে নিয়ে , বাবাদের শুভেচ্ছা জানায় এবং প্রার্থনা করে দিনটির শুভ কামনা করে। তারপরে টিফিন বিরতি দেওয়া হয়। পরবর্তী অধিবেশনে ফাদার আরতুরো স্পেজিয়ালে, পিমে "পরিবারে আদর্শ পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য" এ বিষয়টি নিয়ে সহভাগিতা করেন। এরপরে ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া বাবাদের উদ্দেশে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে দুপুরের আহার ক'রে সকলে প্রস্থান করে॥

পবিত্র রমজান উপলক্ষে দোয়া ও ইফতার মাহফিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজ, বনপাড়া, নাটোর

জের্ভাস মুর্মু ▯ ২৭ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার বিকেল ৫:৩০ মিনিটে সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে 'পবিত্র রমজান উপলক্ষে দোয়া ও ইফতার মাহফিল' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ, মাধ্যমিক শাখার ইনচার্চ ফাদার পিউস গমেজ, বনপাড়া পৌরসভার মেয়র জনাব কে এম জাকির হোসেন, উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান আতাউর রহমান, ১নং জোয়ারি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বড়াইগ্রাম শাখার সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, ২নং ওয়ার্ড কমিশনার আতাউর রহমান মৃধা, শেখ ফজিলাতুনেচ্ছা মহিলা অর্নাস কলেজের অধ্যাপক গোপাল মৈত্রসহ গর্ভনিং বডির সদস্য বৃন্দ, ধর্মপল্লীর খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দসহ, সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এন্ড কলেজের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ শাখার শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ কর্মরত সকল কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে মোট ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ড. ফাদার শংকর ডমিনিক গমেজ। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই ভাই ভাই। কারণ ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান যাই বলি না কেন, আমরা তাঁরই দ্বারা সৃষ্টি হয়েছি। আমার প্রিয় শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ আমরা যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের বা সন্তাদের 'মানবিক মানুষ' হতে গঠন দিতে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াই'। এরপর বক্তব্য রাখেন বনপাড়া পৌরসভার মেয়র জনাব কে এম জাকির হোসেন।

পরিশেষে সিনিয়র শিক্ষক মো: আব্দুল সালাম এবং ফাদার পিউস গমেজ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ইফতার করার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

তেজগাঁও ধর্মপল্লী পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জায় বেথানী দিবস পালন

পলিন ফ্রান্সিস ▯ গত ২২ এপ্রিল, শনিবার, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে, তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জায় পুনরুত্থান পার্বণের পর প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক ক্যারিজম্যাটিক রিনিউয়্যাল সেবাদল কর্তৃক আয়োজিত বেথানী দিবস পালন করা হয়। দিবসের অনুষ্ঠান সূচীর প্রারম্ভে ছিল প্রশংসা-ধন্যবাদ প্রার্থনা। দিনের অন্যান্য কর্ম সূচীর মধ্যে ছিল জীবন সাক্ষ্য দান, পবিত্র তেল লেপন এবং নিরাময় অনুষ্ঠান। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের আবেদন প্রার্থনার সাথে সঙ্গতি রেখে বেথানী দিবসের মূলভাব ছিল, "আমরা যেন সৎ কাজ করেই চলি, কখনও ক্লান্তি না মানি *(গালাতীয় ৬:৯)*।" এই মূলভাবের উপর সহভাগিতা রাখেন ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স। তিনি তার সহভাগিতায় অন্তর ও আলো শব্দ দু'টির যথার্থ প্রয়োগ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্তর যদি আলোকিত থাকে তবে সৎ কাজ করা অনেক সহজ হয়। ফাদার স্ট্যানলিও তার উপদেশ বাণীতে দিনের মূলভাব তুলে ধরেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে দিবসের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

আঠারোগ্রাম আঞ্চলিক পর্যায়ে Synodal Church সহভাগিতাপূর্ণ মণ্ডলী বিষয়ক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

রিগ্যান পিউস কস্তা ▯ বিগত এপ্রিল ২২, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে আঠারোগ্রাম আঞ্চলিক পর্যায়ে সিনোডাল মণ্ডলী বিষয়ক বিশেষ খ্রিস্টযাগ ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয়। সর্বমোট ৩০০ জনেরও বেশি খ্রিস্টভক্ত, ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়। এই দিনের বিশেষ খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্যকারী ফাদার প্যাট্রিক শিমোন গমেজ যিনি সিনোডাল মণ্ডলীর বিষয়ে এবং মণ্ডলীতে আমাদের অংশগ্রহণ, মিলন ও প্রেরণ দায়িত্বের বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। খ্রিস্টযাগের পর বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আঠারোগ্রাম অঞ্চলের প্রতিটি ধর্মপল্লী থেকে সিনোডাল মণ্ডলী বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম ও আলোড়নের বিষয়গুলো সকলের মাঝে সহভাগিতা করা হয়। এছাড়াও জারি গান, নাটিকা ও দলীয় গানের মাধ্যমে সিনোডাল মণ্ডলীর মূলভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হয়॥

ইক্রাশী চ্যাপেলের প্রতিপালক শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব পালন

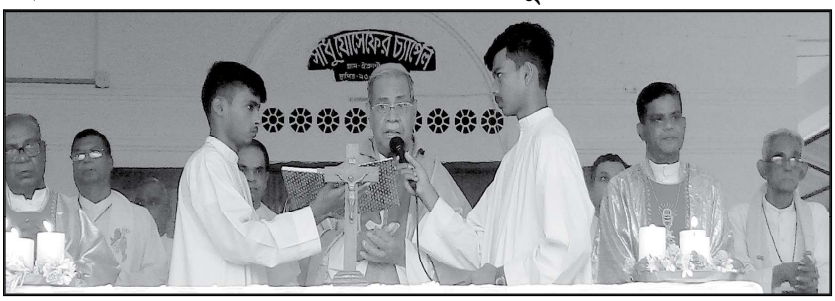

রিগ্যান পিউস কস্তা ▯ হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর অন্তর্গত ইক্রাশী গ্রামে শ্রমিক সাধু যোসেফের চ্যাপেলে নয়দিনব্যপী নভেনার পর বিগত ৫ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব পালন করা হয়। অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণভাবে ও মহাসমারোহে দুই বছর পর এই চ্যাপেলের প্রতিপালকের পর্ব পালন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্যকারী ছিলেন মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি। তিনি সহভাগিতায় শ্রমিক সাধু যোসেফের জীবনের মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনকে পরিচালনা করা এবং সিনোডাল মণ্ডলীর ন্যায় এক সাথে যাত্রা করার আহ্বান জানান। বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত, যাজক ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীর উপস্থিতিতে অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশের মধ্যদিয়ে পর্বটি উদ্‌যাপন করা হয়। পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ সকলকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ও অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

রুহিয়া ধর্মপল্লীতে ফাতেমা রাণীর পর্ব পালন

ফাদার আন্তনী সেন ▯ বিগত ১৩ মে রোজ শুক্রবার রুহিয়া কাথলিক মিশন প্রতিপালক ফাতেমা রাণীর পার্বণ মহাসমারোহে পালন করা হয়। উক্তদিনের পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আন্তনী সেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে রুহিয়া প্যারিসের পাল-পুরোহিত, সকল সিস্টারগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করেন। এরপর ফাদার উক্তদিনের উপর বিশেষ সহভাগিতা করেন। তিনি মা মারীয়ার বিভিন্ন ভাল দিক গুলো নিয়ে সহভাগিতা করেন এবং বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার সকল খ্রিস্টভক্তদের ও যারা এই পার্বণকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সহযোগিতা করেছেন তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘোষণা করেন॥

কাককো লিঃ-এর ওপেন ফোরাম ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

রবিন ভাবুক ▯ বিগত ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হলো দি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অব খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভস (কাককো) লিমিটেডের চতুর্থ ওপেন ফোরাম ও ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা।

২৯-৩০ এপ্রিল পর্যন্ত কক্সবাজারের হোটেল সী প্যালেসে 'বর্তমান সমবায় প্রেক্ষাপট ও সমবায়ীদের ভাবনা' শীর্ষক মূলসুর নিয়ে এই ওপেন ফোরাম ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯ এপ্রিল সকাল ১০টায় কাককোর চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও'র সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম সমবায় বিভাগের যুগ্মনিবন্ধক আশীষ কুমার বড়ুয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওপেন ফোরামের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু, দি মেট্রোপলিটন খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর চেয়ারম্যান আগস্টিন পিউরীফিকেশন, ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, কাককো'র চ্যাপলেইন ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি প্রমুখ।

এছাড়াও কাককো'র সেক্রেটারি ডমিনিক রঞ্জন পিউরীফকেশনের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন ভাইস-চেয়ারম্যান অনিল লিও কস্তা, ট্রেজারার প্রদীপ সরকার, হাউজিং সোসাইটির সেক্রেটারি ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল, কাককো'র সদস্য সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দসহ আরো অনেকে।

২৯-৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ফোরামে বক্তারা সমবায় সমিতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমানে সমবায় সমিতির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়, সমিতির ঋণখেলাপী রোধ, আদর্শ সমবায়ী গড়ে তোলার কৌশল, সমবায় সমিতির অবস্থান ও বিনিয়োগ, সমবায়ী সমিতিগুলোর যৌথ উদ্যোগ, সমবায় সমিতিসমূহের ডিজিটালাইজেশন: সম্ভাবনা,

সুফল ও ঝুঁকি, বর্তমান সমবায় আন্দোলনের চ্যালেঞ্জসমূহ ও তা থেকে উত্তরণের উপায়, গৃহায়ন ও আবাসন সমস্যা সমাধানে সমবায়ের ভূমিকা, সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ ও আগামীর নেতৃত্ব ভাবনাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন।

প্রার্থনা, জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয়, সমবায় ও কাককো'র পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ওপেন ফোরাম ও বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

৩০ এপ্রিল বিকাল ৩টায় শুরু হয় কাককো লি:-এর ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা। কাককো'র চেয়ারম্যান নির্মল রোজারিও'র সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি রঞ্জন ডমিনিক পিউরীফিকেশনের সঞ্চালনায় সাধারণ সভা পরিচালিত হয়। সভায় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং সদস্য সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন॥

এলএইচসি সংঘের আজীবন ও প্রথম ব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান

সিস্টার রূপালি এলএইচসি ▯ ২৯ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ এলএইচসি সংঘের সিস্টার প্রীতি ভেরোনিকা মূর্মূ এলএইচসি আজীবনব্রত এবং ৩ জন নবীস লুসি শেফালী হাসদা, গৌরি ডায়না মূর্মূ, সুমালী সিসিলিয়া ত্রিপুরা প্রথম বারের মত ব্রত গ্রহণ করেন। পূর্বদিন ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিটে ব্রতগ্রহণকারী সিস্টারদের জন্য মঙ্গল আশিষ কামনা করে পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করা হয়। ২৯ এপ্রিল সকাল ৯ টায় শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে মহাখ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। মহাখ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন ১১ জন ফাদার, ব্রাদার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ এবং ব্রতগ্রহণকারীদের আত্মীয়স্বজন ও খ্রিস্টভক্ত। খ্রিস্টযাগ শেষে ব্রতগ্রহণকারী সিস্টারদের জন্য এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় এবং প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে দিনটি শেষ হয়॥

ঐশকাননে সিস্টার এভলিন আগাথ ড্রুয়ে সিএসসি

সুমন হালদার ▯ বিগত ১০ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রাতে সিস্টার এভলিন ড্রুয়ে সিএসসি কানাডার মন্ট্রিয়ালে সিস্টারদের কনভেন্টে বার্ধক্য জনিত কারণে ও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে অনন্তধামে প্রবেশ করেন। তিনি ২৪ ডিসেম্বর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ কানাডাতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তার কতৃপক্ষের অনুগত হয়ে সুখীমনে তিনি এলএইচসি সংঘের পুনঃসংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘ ১০ বছর তিনি এ সংঘের আধ্যাত্মিক যত্ন ও সার্বিক গঠন কাজ অতি বিশ্বস্ততার সহিত পালন করেন।

প্রায় ২৬ বৎসর পূর্বে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পাদ্রিশিবপুর ও বরিশালের এলএইচসি সংঘের একজন হয়ে পরম মমতায় ও আন্তরিকতার সাথে তার সেবা দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন মা, বোন ও বন্ধুরই মতো। তার মৃত্যুতে এলএইচসি সংঘসহ কানাডার পবিত্র ক্রুশ সংঘের সিস্টার, তার আত্মীয় পরিজন ও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী শোকার্ত ও বেদনায় ভারাক্রান্ত। সিস্টার এভলিন বাস্তব জীবনে ছিলেন একজন প্রার্থনাশীল, নম্র, সহজ-সরল, পরিশ্রমী, প্রাণবন্ত, উদ্দ্যমী, কষ্টভোগী, দায়িত্বশীল ও সবার কাছে সহজলভ্য ব্যক্তিত্ব। তার মৃত্যুর সময় যারা তার পাশে থেকে সেবাযত্ন ও প্রার্থনা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজ তার জীবন সায়াহ্নে পরম পিতার কাছে আমাদের মিনতি ঈশ্বর তার এ বিশ্বস্ত সেবিকাকে অনন্ত শান্তি দান করুন॥

বিশ্ব আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন

সিস্টার হাসি রিবেরু এলএইচসি ▯ ৮ মে রোজ রবিবার ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে বিশ্ব আহ্বান দিবস পালন করা হয়। শুরুতেই আকর্ষনীয় ও অর্থপূর্ণ প্রার্থনা পরিচালনা করেন সিস্টার চম্পা মজুমদার এলএইচসি ও এলএইচসি প্রার্থীগণ। আহ্বান দিবসটিকে আরো অর্থবহ করতে "মণ্ডলীতে উৎসর্গীকৃত জীবনের গুরুত্ব" এই বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন প্রেমানন্দ বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত আহ্বান জীবন পর্যায়ক্রমে সহভাগিতা করেন ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি, ব্রাদার শিমুল সিএসসি, সিস্টার মমতা পালমা এলএইচসি ও এলএইচসি সংঘের ২য় বর্ষের প্রার্থী তন্নী পালমা। বিভিন্ন জনের সহভাগিতার মাঝে মাঝে চিত্তরঞ্জিত নাচ ও গান পরিবেশিত হয়। পরিশেষে মণ্ডলীতে আহ্বান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং সকল যাজক, সন্ন্যাস ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের মঙ্গল কামনায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ। উক্ত আহ্বান সেমিনারে ৫ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণীর ৮৬ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন॥

প্রয়াত মালতী কস্তা

জন্ম: ২৭ মে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

"ওরা মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে
ডাকিসনে রে আর".......

মাগো, তুমি আমাদের মাঝে নেই, দেখতে দেখতে একটি বছর হয়ে গেলো। এই বিশ্ব জগত সংসারে তোমার উপস্থিতিতে আমারা ছিলাম শান্তিতে, স্বস্তিতে ও তোমার স্নেহকোমল আশ্রয়ে। মা জীবন চলার পথে সর্বদাই আমরা তোমাকে স্মরণ করি, তোমার উপস্থিতি অনুভব করি। তুমি ছিলে আদর্শবান, কঠোর পরিশ্রমী, প্রার্থনাময়ী, অসীম ধৈর্যশীলা, সৌন্দর্য পিপাসু এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী এক অনন্য মা। নিজ হাতে তোমার মনের মত করে গড়েছো তোমার সন্তান-সন্তানিদের। মা আমরা তোমায় ভুলিনি, আর ভুলবোও না কোনদিন, যতদিন আছি এই ভবে। স্মরিবো তোমায় আমাদের নিত্য দিনের প্রার্থনায়। তুমি মা, স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ কর। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন পিতা ঈশ্বর তোমাকে তাঁর অনন্তধামে চিরসুখী করে।

প্রয়াত গাব্রিয়েল কস্তা

জন্ম: ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

তোমারই রেখে যাওয়া পরিবার

ছেলে ও ছেলের বউ: লিটন-আলো, মিল্টন-জুই, অসীম-সোনিয়া
মেয়ে ও মেয়ে জামাই: লিউনি-বেনড
নাতি-নাতনি: বিরাজ, ব্লেইজ, জুমিক, মৌ, মেঘা, বর্ণিতা, জয়ত্রী, গুনগুন ও গুঞ্জন
ফরিয়াখালি, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বিজ্ঞ/১৫০/২০২২

মমতাময়ী মায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত অনিতা ডরথী গমেজ

জন্ম: ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
মৃত্যু: ২৮ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বাঙ্গালহাওলা, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

'মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে
মা-কে মনে পড়ে আমার মা-কে মনে পড়ে'

অনেক ব্যথা বেদনায় কালের আবর্তে একটি বছর পর ফিরে এলো সেই বেদনাবিধুর দিন ২৮ মে। মৃত্যু অনিবার্য জানি কিন্তু ভাবিনি কখনও এত শীঘ্রই মা তুমি আমাদের ছেড়ে এভাবে হারিয়ে যাবে অনন্তের অসীম নীলিমায়। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় হাহাকারে সবার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে বাড়ির পরিবেশ নিত্যই ভারী হয়ে উঠে। আনাচে কানাচে তোমার স্মৃতি কত কথা বলে। রান্না করতে গেলে তোমার হাতের জিনিসপত্র, তোমার বিছানা সবকিছু আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিশেষ করে সন্ধ্যা প্রার্থনায় বসলে তোমার প্রার্থনাগুলো হৃদয় মনে গভীরভাবে আলোড়নের ঝড় তোলে। মাগো, তোমার স্মৃতিগুলো সর্বদা কাঁদায়। তোমার হাসিমাখা মুখ, তোমার আদর সোহাগ-শাসন, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার চলাফেরা সবকিছু যে আমাদের ঘিরে রেখেছে। মনে হয় তুমি আমাদের সাথেই রয়েছ। তোমার আঁচল ছায়ায় আমাদের সব সময় আগলে রেখেছো মা। তোমার আদর্শ আমাদের জীবন পথের প্রেরণা। বিশ্বাস করি যেখানেই থাকি তুমি আমাদের সঙ্গেই আছো।

তোমার সাদাসিদে জীবনে তুমি ছিলে একজন ভাল স্ত্রী ও বন্ধু, বাবার পাশে থেকে সর্বদা বাবাকে সহযোগিতা দিয়েছ। তুমি আত্মত্যাগী ও প্রার্থনাশীল এক মা, দয়াময়ী স্নেহশীলা মা, নম্রতায় সেবায় ও কর্মক্ষেত্রে তুমি ছিলে একনিষ্ঠ। সকলের প্রতি তোমার আন্তরিকতা ছিল বিশেষ আকর্ষন। সেই কারণে আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শী এবং প্রার্থনা দলের মায়েরা এমন কি অন্য ধর্মের যত দুঃখী মানুষজন সকলে তোমার অভাব অনুভব করে।

বিশ্বাস করি স্বর্গীয় পিতার আশ্রয়ে পরম শান্তিতে আছো। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর মা, আমরা যেন তোমার আদর্শে জীবন পথে চলতে পারি।

তোমার তরে শোকাহত

স্বামী: রঞ্জন জেমস গমেজ
ছেলে: ফাদার তিমন ইন্নোসেন্ট গমেজ সিএসসি, তোষণ গমেজ, তূর্য গমেজ

বিজ্ঞ/১৪৯/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-১৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 18
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১৮
Regd. No. DA-33
❖ 22 - 22 May, 2022, ৮ - ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

জেভেরিয়ান মিশনারীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাভরে স্মরন করি

ফাদার আত্তিলিও বোসকাতো এস,এক্স

জন্ম: ৩০ আগস্ট, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৭ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি যে, গত ১৭ এপ্রিল ভোর ৩:৪৫ মিনিটে স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমাদের প্রিয় জেভেরিয়ান মিশনারী ফাদার আত্তিলিও বোসকাতো এস, এক্স স্বর্গীয় পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন কিডনী ও ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭৯ বছর।

ফাদার আত্তিলিও বোসকাতো ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট ইতালীর ভিচেনসা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জেভেরিয়ান মিশনারী সম্প্রদায়ে পড়াশুনা শেষে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন এবং বাংলা ভাষায় পড়াশুনা করে দীর্ঘ ১০ বছর খুলনা ধর্মপ্রদেশের শিমুলিয়া ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবা দান করেন। তারপর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যশোর জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সেবা দান করেন। ১৯৯৩ থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ধর্মশিক্ষা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখেন। এছাড়াও তিনি দীর্ঘ ২০ বছরের বেশি বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গীল্ড- এর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। প্রেমময় পিতা পরমেশ্বর তার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন এবং প্রার্থনা করি ফাদার আত্তিলিও বোসকাতোর মিশনারী কাজের দৃষ্টান্ত যেন বাংলাদেশ মণ্ডলীতে উজ্জ্বল তারকা হয়ে আরো অনেক যুবক যুবতীদের মিশনারী হওয়ার অনুপ্রেরণা দান করেন।

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও এবং বিশ্ব সৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" (মার্ক ১৬:১৫)

তুমি কি জেভেরিয়ান মিশনারী হতে আগ্রহী!

যোগাযোগের ঠিকানা

জেভেরিয়ান হাউজ, ২৪/বি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

ফাদার পলাশ এস, এক্স- ০১৮৮৬১৭৯০৬২, ফাদার রকি এস, এক্স- ০১৭৯৬২৭৪৪৮৫,

ফাদার মেলেসিও এস, এক্স- ০১৩১২৩৩১১৬১, ফাদার হুয়ান হোসে এস, এক্স ০১৩০৪১৪৮৭২৬

ফাদার কার্লোস এস, এক্স - ০১৭১১৮২৭০১৫

Facebook: Xaverian Missionaries Bangladesh

বিজ্ঞ/১৫১/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org